RNI No. 71057/96

ঐতিহ্যবাহী ‘বোল্লাকালী’ পূজা
পৃষ্ঠা-৬

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বর্ষ: ২৯, সংখ্যা: ২৩, কোচবিহার, শুক্রবার, ১৪ নভেম্বর- ২৭ নভেম্বর, ২০২৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২

Vol: 29, Issue: 23, Cooch Behar, Friday, 14November - 27 November, 2025, Pages: 12, Rs. 3

রাস উৎসবে সেজে উঠেছে কোচবিহারের মদনমোহন মন্দির। ক্যামেরায়: দেবাশীষ চক্রবর্তী।

বাঘের সন্ধানে ট্র্যাপ ক্যামেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: প্রকৃতির বুকে লুকিয়ে থাকা বেঙ্গল টাইগারের রহস্য উন্মোচন এবং বন্যপ্রাণীর জীবনযাত্রা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ এক বিরাট উদ্যোগ নিয়েছে। আগামী ডিসেম্বর মাস থেকে জঙ্গলের আনাচে-কানাচে বসানো হবে রেকর্ড সংখ্যক ৪০০টি ট্র্যাপ ক্যামেরা।

এই পদক্ষেপ বাঘের সন্ধানের পাশাপাশি, জঙ্গলের সার্বিক পরিবেশ ও বিভিন্ন বিরল প্রজাতির প্রাণীর গতিবিধির উপর নজরদারি জোরালো করবে বলে জানিয়েছেন রিজার্ভের ডিএফডি দেবাশিস শর্মা। গত বছরের তুলনায় ক্যামেরার সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ করা হচ্ছে। গত বছর ২১০টি এবং তার আগের বছর ১৮০টি ক্যামেরা বসানো হয়েছিল। এবার এই সংখ্যা প্রায় ৪০০-তে পৌঁছে যাওয়ায়, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কাজে গতি আসবে।

বনকর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু হবে। কম ক্যামেরা থাকার কারণে বিগত বছরগুলোতে যেখানে স্থান পরিবর্তন করতে হত, সেখানে এবার প্রায় চার মাস (ডিসেম্বর থেকে মার্চ) এক জায়গায় ক্যামেরা লাগানো থাকবে। বক্সা কর্তৃপক্ষ বাঘের অনুকূল পরিবেশ তৈরির জন্য বনবস্তি স্থানান্তর, জঙ্গলে হরিণ ছাড়া সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ করেছে। যদিও বাঘের অস্তিত্ব নিয়ে মাঝে মাঝে প্রশ্ন ওঠে, কিন্তু এই ট্র্যাপ ক্যামেরাগুলোই আশার আলো দেখাচ্ছে।

২০২১ সালের ডিসেম্বরে এবং ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের শেষদিকে ট্র্যাপ ক্যামেরায় পূর্ণবয়স্ক বাঘের ছবি ধরা পড়েছিল। বনকর্তারা আশা করছেন, নতুন এবং আরও বেশি সংখ্যক ক্যামেরার মাধ্যমে এবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। বিগত দিনে যে বাঘ দেখা গিয়েছিল, সেটি অসম বা ভুটান থেকে এসেছিল বলে ধারণা করা হয়। এবার ক্যামেরাগুলো সেই অতিথিদের ট্র্যাক করতে আরও কার্যকর হবে। এই ক্যামেরাগুলো বাঘ ছাড়াও অন্যান্য বিরল জন্তুর ছবিও নেবে, যা বনজঙ্গলের বাস্তুতন্ত্র নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেবে।

সড়ক নির্মাণের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: উত্তরবঙ্গ উন্নয়নের ধারায় এবার গোসানীমারী ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে শুরু হল দুটি নতুন কংক্রিট রাস্তা নির্মাণের কাজ। গত ১১ নভেম্বর মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকল্পের শুভ সূচনা করেন কোচবিহার জেলার সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থায়নে মোট ৩,২৪৫ মিটার দৈর্ঘ্যের এই দুটি রাস্তা নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১ কোটি ২১ লক্ষ ৪১ হাজার ৫৯৮ টাকা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ নূর আলম হোসেন, জেলা পরিষদ সদস্য মতিউর রহমান, গোসানীমারী ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গ্রামবাসীরা।

এই উপলক্ষ্যে সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া বলেন,“এই রাস্তা দুটি নির্মিত হলে এলাকার সাধারণ মানুষের যাতায়াত আরও সহজ হবে। উন্নত হবে গ্রামীণ যোগাযোগ ও স্থানীয় অর্থনীতি।” উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকাবাসীর দাবি ছিল একটি পাকা রাস্তা নির্মাণের। অবশেষে সেই দাবি পূরণের পথে এগোচ্ছে প্রশাসন। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শুধু যাতায়াতই নয়, গ্রামীণ উন্নয়নের নতুন দিগন্ত খুলবে বলেও আশা করছেন স্থানীয়রা।

বিশ্বকাপজয়ী রিচার ঘরে ফেরা ও আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য রিচা ঘোষের স্বভূমি শিলিগুড়ি ফেরার দিন এক অভিনব মুহূর্তের সাক্ষী থাকল শহরবাসী। গত ৭ নভেম্বর শুক্রবার সকাল থেকেই রিচাকে বরণ করে নিতে শিলিগুড়ি ছিল উৎসবের মেজাজে। বাগডোগরা বিমানবন্দরে শত শত মানুষের ভিড়, হাতে প্ল্যাকার্ড আর জাতীয় পতাকা প্রমাণ করে রিচা ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন সকলের মনে। বিমানবন্দর থেকে সুভাষপল্লীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার দু’ধারে দাঁড়িয়ে হাজারও মানুষ করতালিতে অভিনন্দন জানায় তাদের প্রিয় তারকাকে। শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কে সংবর্ধনা মঞ্চে রিচাকে সম্মানিত করা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শহরের মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। ওইদিন শহরের মানুষের আবেগ ছিল বাঁধভাঙা।

সম্প্রতি উত্তরকন্যায় সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে ক্রিকেটীয় মহলে রিচার অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে উত্তরবঙ্গে রিচার নামে আন্তর্জাতিক মানের এক ক্রিকেট স্টেডিয়াম গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখমন্ত্রী জানান, “মাত্র ২২ বছর বয়সে রিচা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তাঁর সাফল্য শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, গোটা দেশের গর্ব। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন অনুপ্রাণিত হয়, সেই লক্ষ্যেই চাঁদমনি টি এস্টেটের ২৭ একর জমিতে তৈরি হবে ‘রিচা ক্রিকেট স্টেডিয়াম’।”

বিশ্বকাপজয়ের পর রিচা ঘোষকে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার ‘বঙ্গভূষণ’ সম্মান, রাজ্য পুলিশের ডিএসপি পদসহ একাধিক পুরস্কার ও উপহার দিয়েছে। কলকাতার ইডেন গার্ডেনে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়েছে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (সিএবি)। সোনার ব্যাট ও বল উপহার দিয়ে রিচাকে সংবর্ধিত করে সিএবি। ফাইনালে রিচা যে ৩৪ রান করেছিলেন, তার সমতুল্য ৩৪ লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি, শিলিগুড়ি পুরনিগমও রিচার নামে একটি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের স্ট্যান্ড নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

রিচার এই সাফল্য, সম্মাননায় স্বভাবতই আপ্লুত রিচার পরিবার। শিলিগুড়ির সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে স্থানীয় ক্রীড়া সংগঠকরাও মনে করছেন, আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম নির্মিত হলে এই অঞ্চলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজন করা সম্ভব হবে, যা উত্তরবঙ্গের ক্রীড়া ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এক নতুন দিক খুলে দেবে।

নাগরিক সংযোগে ‘টক টু চেয়ারম্যান’

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: শিলিগুড়ি পৌরনিগমের ধাঁচে কোচবিহার পুরসভাও এবার চালু করতে চলেছে সরাসরি নাগরিক সংযোগের এক অভিনব উদ্যোগ — ‘টক টু চেয়ারম্যান’। শহরবাসী এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট সময়ে পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারবেন এবং তাঁদের যাবতীয় অভিযোগ ও সমস্যার কথা জানাতে পারবেন। মূলত পৌর পরিষেবা ও কর সংক্রান্ত সমস্যার দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে এই ব্যবস্থা।

চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানিয়েছেন, অনেকেই শারীরিক বা অন্যান্য কারণে পৌরসভায় এসে অভিযোগ জানাতে পারেন না। তাঁদের কথা মাথায় রেখেই এই ‘টক টু চেয়ারম্যান’ চালু করা হচ্ছে। সপ্তাহে এক ঘণ্টা করে নাগরিকরা তাঁদের সমস্যার কথা পৌর আধিকারিকদের উপস্থিতিতে চেয়ারম্যানকে জানাবেন। এর জন্য শীঘ্রই একটি টোল-ফ্রি নম্বরও প্রচার করা হবে। পাশাপাশি, পৌর ভবনের নীচে বসানো হবে একটি কমপ্লেন বক্স বা অভিযোগ বাক্স, যেখানে নাগরিকরা লিখিতভাবে তাঁদের অভিযোগ জমা দিতে পারবেন। রাস মেলার পরই এই পরিষেবা চালু হবে।

দীর্ঘদিন হল কোচবিহার শহরে পৌর-কর বৃদ্ধি নিয়ে ব্যবসায়ীদের একাংশের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এই খবর মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত পৌঁছায়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে করবৃদ্ধি স্থগিত হলেও, কর ও পরিষেবা নিয়ে নাগরিকদের অভিযোগ এখনও রয়ে গিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে ‘টক টু চেয়ারম্যান’ চালু হলে নাগরিকরা সরাসরি কর-সংক্রান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারবেন। এবার ঘরে বসেই ভাঙা রাস্তা, আবর্জনা জমা নিকাশিনালার মতো দৈনন্দিন সমস্যার কথা সরাসরি চেয়ারম্যানকে জানানোর সুযোগ এসেছে। খুশি শহরবাসী।

দিল্লি-বিস্ফোরণ কাণ্ডে চূড়ান্ত সতর্কতায় কলকাতা-সহ সারা দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর থেকেই সারা দেশে জারি হয়েছে চূড়ান্ত সতর্কতা। ১০ নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যার এই মর্মান্তিক ঘটনায় এখনও পর্যন্ত আট জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত বহু। প্রাথমিকভাবে এটিকে সন্ত্রাসবাদী হামলা বলেই মনে করছে তদন্তকারীরা।

ঘটনার পর থেকেই রাজধানী দিল্লি থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। কলকাতাতেও বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে লালবাজার ও মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ।

লালবাজার সূত্রে খবর, সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কায় সোমবার রাত থেকেই শহরের সব থানায় সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছে। চলছে লাগাতার নাকা চেকিং, বাড়ানো হয়েছে টহলদারি। শহরের বিভিন্ন হোটেল, লজ ও অতিথিশালায় চলছে অনুসন্ধান অভিযান, অবস্থানকারীদের পরিচয়পত্র ও রেকর্ড খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

একই সঙ্গে কলকাতার মেট্রো স্টেশনগুলিতেও জোরদার নজরদারি শুরু হয়েছে। মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ পৃথক সতর্কবার্তা জারি করে জানিয়েছে, যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিটি স্টেশনে অতিরিক্ত পুলিশ ও রেল সুরক্ষা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে নিহতদের প্রতি শোকপ্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি রাজ্যের প্রশাসন ও পুলিশকে সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

শুধু কলকাতা নয়, উত্তরবঙ্গেও জারি হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) রেলস্টেশনে চলছে লাগাতার তল্লাশি অভিযান। প্রতিটি যাত্রী, লাগেজ ও ট্রেন কোচ খতিয়ে দেখা হচ্ছে রেল পুলিশ, বম্ব স্কোয়াড ও গোয়েন্দা বিভাগীয় আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে।

ভৌগোলিক গুরুত্বের কারণে এনজেপি স্টেশনকে ধরা হয় কৌশলগতভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল এলাকা— এখান থেকেই উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার খোলে, পাশাপাশি নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের সঙ্গে রয়েছে যোগাযোগপথ। এই কারণেই বাড়ানো হয়েছে নজরদারি ও নিরাপত্তা।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ইতিমধ্যেই সন্ত্রাসবিরোধী নজরদারি আরও জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছে। দেশের সব বিমানবন্দর, রেলস্টেশন ও গুরুত্বপূর্ণ সরকারি স্থাপনায় জারি হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানোর নির্দেশিকা।

সীমান্তে আটক অনুপ্রবেশকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন

সাহেবগঞ্জ: এসআইআর কার্যক্রম ঘিরে উত্তপ্ত সীমান্তবর্তী এলাকা। এই আবহে ফের বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের আটক করল সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

সম্প্রতি বিএসএফের ১৬২ ব্যাটালিয়নের সাহেবগঞ্জ দলবাড়ি ক্যাম্পের জওয়ানরা নিয়মিত সীমান্ত টহলের সময় তিন বাংলাদেশি নাগরিকসহ মোট পাঁচজনকে আটক করে। সূত্রের খবর, দুই ভারতীয় নাগরিকের সহায়তায় ওই তিন বাংলাদেশি বেআইনিভাবে সীমান্ত পার হওয়ার চেষ্টা করছিল। সেই সময় টহলরত বিএসএফ জওয়ানরা তাদের হাতেনাতে ধরে ফেলে।

অভিযুক্তদের কাছ থেকে অবৈধ ভারতীয় পরিচয়পত্র, নগদ টাকা এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার করা হয়েছে বলে বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর পাঁচজনকেই সাহেবগঞ্জ থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, আদালত ওই তিন বাংলাদেশি নাগরিককে ১৪ দিনের জেল হেফাজত ও সীমান্ত পারাপারে সাহায্যকারী দুই ভারতীয় নাগরিককে দুই দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

রাস্তার বেহাল দশায় দুর্ভোগ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিবেদন

তুফানগঞ্জ: অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রামপঞ্চায়েতের চিলারায় গড় ডাকুয়াপাড়া এলাকার ৭০০ মিটার দীর্ঘ গ্রাভেল রাস্তাটি দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে। এলাকায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকায় আশপাশের গ্রামগুলির শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। এছাড়াও, চিলারায় গড়ের পাকা শ্মশান পর্যন্ত পৌঁছতেও স্থানীয়রা এই রাস্তা ব্যবহার করেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বর্ষার সময় রাস্তাটি কাদা ও জলময় হয়ে পড়ে। ফলে হেঁটে যাতায়াত করা কঠিন হয়ে যায়। কৃষকরাও সমস্যায় পড়েছেন, কারণ ফসল বাজারে পৌঁছে দিতে যানবাহন সহজে চলাচল করতে পারে না। স্থানীয় শিক্ষার্থী শম্পা বর্মন বলেন, “সাইকেল নিয়ে স্কুলে যাওয়া খুবই বিপজ্জনক। প্রায়ই কাদায় পিছলে পড়তে হয়। রাস্তা সারাই হলে আমাদের অনেক সুবিধা হবে।”

এলাকার প্রবীণ সম্বল সরকার জানান, “চিলারায় গড়ের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। এক সময় রাজারা শিকারে এসে এখানে বিশ্রাম নিতেন। তবুও এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বেহাল অবস্থায় আছে। প্রশাসনের উচিত অবিলম্বে মেরামতের ব্যবস্থা নেওয়া।”

অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান শুক্লা সরকার অধিকারী জানিয়েছেন, “রাস্তাটি ‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান’ প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বরাদ্দ পাওয়ার পরই মেরামতের কাজ শুরু হবে।”

বাংলাদেশি মহিলার হাতে ভোটার-আধার কার্ড! প্রশ্নের মুখে প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে আলাপ, তারপর প্রেম— অবশেষে বিয়ে। এমনই এক সম্পর্কের সূত্র ধরে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন বাংলাদেশের সিলেট জেলার বাসিন্দা নিলুফা ইয়াসমিন। বছর দুয়েক আগে দিনহাটার ভেটাগুড়ি সিঙ্গিজানি গ্রামের রোহন খন্দকারের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই ওই বাংলাদেশি নাগরিকের হাতে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড এমনকি ড্রাইভিং লাইসেন্সও চলে আসে বলে অভিযোগ উঠেছে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, গত বছর নভেম্বর মাসে নিলুফা ইয়াসমিনের কাছ থেকে পরিচয় সংক্রান্ত বিস্তারিত নথি ও তথ্য চাওয়া হয়েছিল। প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র দিতে ব্যর্থ হওয়ায় পরে তাঁর ভোটার কার্ড বাতিল করে দেওয়া হয়। তবে প্রশ্ন উঠেছে— কে বা কারা তাঁকে এসব সরকারি পরিচয়পত্র পেতে সহায়তা করেছিল?

স্থানীয় বাসিন্দা সাবিনা বিবি বলেন, “রোহনের বিয়ে হয়েছে বাংলাদেশে। দিনহাটায় কোনও অনুষ্ঠান হয়নি। পরে জানতে পারি, নতুন বউয়ের বাড়ি সিলেটে।”

রোহনের বাবা লিয়াকত আলী খন্দকারও জানান, “বিয়ের পর ছেলের বউ ভোটার ও আধার কার্ডের জন্য আবেদন করে। সবই পেয়ে যায়। ছয় মাসের মধ্যেই প্রশাসন সেই ভোটার কার্ড বাতিল করে দেয়। আমরা সেই নথি এখনও হাতে রেখেছি। আমার বৌমা বাংলাদেশের নাগরিক, আমরাই গিয়ে বিয়ে দিয়ে এসেছি।”

ভেটাগুড়ি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রিয়াঙ্কা সরকার দে বলেন, “বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে। এখনো পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ পাইনি।”

তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সহ-সভাপতি গৌতম দে বলেন, “গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সার্টিফিকেট তুলতে গেলে যথাযথ যাচাই-বাছাই করেই দেওয়া হয়। ওই মহিলা বর্তমানে ভিসার মেয়াদ অনুযায়ী দিনহাটায় রয়েছেন। এর বেশি কিছু জানা নেই।”

অন্যদিকে, বিজেপির কোচবিহার জেলা সহ-সভাপতি বিরাজ বসুর অভিযোগ, “এসআইআর শুরু হতেই তৃণমূল নেতাদের মধ্যে অস্বস্তি দেখা দিয়েছে। ভুয়ো ভোটারদের মাধ্যমে তারা ক্ষমতা ধরে রেখেছে। প্রশাসনের উচিত এ ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া।”

দিনহাটা ব্লকের বিডিও বিশাখ ভট্টাচার্য বলেন, “আমি সদ্য যোগ দিয়েছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।”

জলসংকটে সাধারণ মানুষ, উদাসীন পিএইচই

নিজস্ব প্রতিবেদন

নয়ারহাট: দীর্ঘ নয় মাস ধরে নয়ারহাট বাজারের বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। রাস্তার ধারে ও গলিতে থাকা স্ট্যান্ডপোস্টগুলো থাকলেও সরবরাহ একফোঁটা জলও পৌঁছচ্ছে না। সংযোগ থাকা সত্ত্বেও অনেক বাড়ি ও দোকান অজস্র ঝঞ্ঝাটে পড়ে আছে। স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) উদাসীনতার কারণে বাজার এলাকা কার্যত ‘নির্জলা’ হয়ে পড়েছে।

বাজারের বস্ত্র ব্যবসায়ী জগন্নাথ পাল জানিয়েছেন, তার দোকানের পাশের গলির স্ট্যান্ডপোস্ট থেকে নয় মাস ধরে জল আসছে না। আশপাশের বাসিন্দারাও একই সমস্যায় ভুগছেন। তিনি বলেন, “সমস্যার কথা লিখিতভাবে মাথাভাঙ্গা শাখায় জানিয়েছি, তবুও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।”

অন্য ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ সরকার বলেন, “পাশের দোকানদার এবং পথচলতি মানুষ স্ট্যান্ডপোস্ট থেকেই জল নিতেন। এখন অনেককে বাধ্য হয়ে জল কিনতে হচ্ছে, কেউ কেউ নলকূপের আয়রনযুক্ত জল খাচ্ছেন।” স্থানীয় বাসিন্দা মিশু তালুকদার যোগ করেন, “আমাদের পাড়ায় অন্তত দুই বছর ধরে জল সরবরাহ বন্ধ।”

নয়ারহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক শম্ভুনাথ সিং বলেন, “পানীয় জলের পাইপলাইন বহু জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত। মেরামতির কোনও উদ্যোগ নেই। পিএইচই-র উদাসীনতার কারণে আজ বাজারের এই অবস্থা।”

এই বিষয়ে জল সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত এক কর্মী অবশ্য জানিয়েছেন, “বিষয়টি একাধিকবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। আশা করি শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

ফের খুলছে গোসানিমারি শালবাগানের কটেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: প্রায় পাঁচ বছর বন্ধ থাকার পর ফের খুলতে চলেছে দিনহাটার গোসানিমারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শালবাগানের দুটি কটেজ। করোনা অতিমারির পর থেকে তালাবদ্ধ থাকা এই কটেজ দুটি এবার পুনরায় সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত হতে চলেছে।

বন দপ্তরের এডিএফও বিজনকুমার নাথ জানিয়েছেন, “কয়েক বছর আগে একটি বড় শালগাছ কটেজের উপর ভেঙে পড়েছিল, ফলে এটি ব্যবহার করা যাচ্ছিল না। ভাঙা অংশটি মেরামত করা হয়েছে এবং ভিতরের অবকাঠামোও ঠিকঠাক করা হয়েছে। আশা করছি ডিসেম্বরের মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্য কটেজ খুলে দেওয়া যাবে।”

পর্যটকদের সুবিধার্থে কটেজে রাত্রিকালীন থাকার ব্যবস্থাও থাকছে। এটি প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে আগ্রহী পর্যটকদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

গোসানিমারি শালবাগানের ইতিহাস প্রসঙ্গে বন দপ্তরের সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১১ সালে তৎকালীন বনমন্ত্রী হিতেন বর্মনের উদ্যোগে বাগানের পুনর্গঠন কাজ শুরু হয়। ওই সময়ই পর্যটকদের থাকার জন্য দুটি কটেজ নির্মাণ করা হয়। প্রায় ২০০ বিঘা বিস্তৃত এই বাগানে শালের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ রয়েছে, পাখির কূজনও শোনা যায় সর্বক্ষণ। এক সময় এটি জনপ্রিয় পিকনিক স্পট হলেও শব্দ দূষণের কারণে বন্যপ্রাণী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বন দপ্তর পিকনিক বন্ধ করে দেয়।

কটেজ বন্ধ থাকায় পর্যটকদের আনাগোনা কমে গিয়েছিল এবং স্থানীয় ব্যবসায়ও প্রভাব পড়েছিল। গোসানিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সাবু বর্মন জানিয়েছেন, “কটেজ বন্ধ থাকায় কেউ আর এখানে ঘুরতে আসতেন না। আগে অনেক মানুষ আসতেন, দোকানপাট, খাবার বিক্রি, গাইডিং—সবকিছুর উন্নতি হয়েছিল। এবার কটেজ খোলার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়দের আয়ও বাড়বে।”

তবে স্থানীয়দের দাবি, বাগানে ঢোকার প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তা বর্তমানে অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় রয়েছে। রাস্তা সংস্কার করলে পর্যটকদের যাতায়াত আরও সহজ হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে চিতাবাঘের আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন নম্বর গেট সংলগ্ন শান্তিপুর এলাকায় চিতাবাঘের হানায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। সকালে শৌচাগারে ঢোকার সময় আচমকা এক ব্যক্তির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিতাবাঘটি। ঘটনায় গুরুতরভাবে জখম হন ওই ব্যক্তি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শৌচাগারের ভেতরেই লুকিয়ে ছিল বন্যপ্রাণীটি। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই হামলা চালায় চিতাবাঘ। আহত ব্যক্তিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দ্রুত শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় বনদপ্তরের কর্মীরা। তাঁরা তল্লাশি অভিযান শুরু করেছেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় এর আগেও একাধিকবার চিতাবাঘ দেখা গিয়েছে। দ্রুত নিরাপত্তা জোরদারের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

এসআইআরে বাদ যাবে না বৈধ ভোটারের নাম, আশ্বাস নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: এসআইআরে কোনও বৈধ ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দল। পাশাপাশি সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দা এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম তোলার ক্ষেত্রেও কোনও সমস্যা তৈরি হবে না বলে আশ্বাস দিয়েছেন কমিশনের কর্তারা।

৮ নভেম্বর শনিবার কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে এসআইআর কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দল। ওই দলে ছিলেন ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়ালসহ কমিশনের পাঁচ প্রতিনিধি।

প্রথমে আলিপুরদুয়ার প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যায় প্রায় দুই ঘণ্টা বৈঠক করেন তাঁরা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। বৈঠক শেষে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল জানান, "আজ রিভিউ মিটিং ছিল। এসআইআরের সমস্ত ফর্ম পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। সবাই ফর্ম পাবেন।"

পরিযায়ী চা শ্রমিকদের নাম তালিকাভুক্তির বিষয়ে প্রশ্ন উঠলে তিনি বলেন, "বৈধ কারও নাম বাদ যাবে না। তাঁদের পরিবারের সদস্যরা ফর্ম পূরণ করতে পারবেন। কিউআর কোড মাধ্যমেও ফর্ম ফিলআপ করা যাবে।"

বুধবার রাতে আলিপুরদুয়ারে পৌঁছে কমিশনের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল বৃহস্পতিবার দুপুরে কোচবিহারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। দুপুরে কোচবিহার উৎসব হলে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন তাঁরা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক রাজু মিশ্র ও অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) শান্তনু বালা।

সাবেক ছিটমহল এলাকার ভোটারদের বিষয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল বলেন, "ওই এলাকার কোনও বাসিন্দার সমস্যা হবে না। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই দুই জেলায় এসআইআরের কাজ শেষ করতে হবে।"

কমিশনের এই আশ্বাসে স্বস্তি ফিরেছে সাবেক ছিটমহল ও পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারে।

অটোচালককে মারধর!

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারের হাসপাতাল চৌপথি এলাকায় এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে এক অটোচালককে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের পরিবেশ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ৬ নভেম্বর বৃহস্পতিবার দুপুরে বিদ্যুৎ রায় নামক এক অটোচালক নো-পার্কিং জোনের পাশে অটো দাঁড় করিয়েছিলেন। সেই সময় ডিউটিরত এক সিভিক ভলান্টিয়ার তাঁকে স্থান পরিবর্তনের নির্দেশ দেন। অভিযোগ, অটো না সরানোয় তিনি প্রথমে টোটোতে লাঠি দিয়ে আঘাত করেন এবং পরে বিদ্যুৎ রায়ের উপর চড়াও হয়ে তাঁকে বেধড়ক মারধর করেন।

ঘটনার পর আহত অবস্থায় বিদ্যুৎ রায় অচেতন হয়ে পড়লে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ঘটনাস্থলে ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের সঙ্গে আরও একজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তবে তাঁর পরিচয় এখনও জানা যায়নি। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

'ফুটবলার' হস্তী শাবক

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: এক মন ছুঁয়ে যাওয়া ঘটনার সাক্ষী রইল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের পিলখানা। সম্প্রতি এক হস্তী শাবকের ফুটবল খেলার ভিডিও নেটদুনিয়ায় ঝড় তুলেছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ছোট্ট শাবকটি কখনও শুঁড় দিয়ে বল ঠেলছে, কখনও আবার পায়ে হালকা ঠোকর মেরে খেলছে— যেন এক ফুটবল ম্যাচ চলছে জঙ্গলের মাঝেই!

বন দপ্তর সূত্রে খবর, শাবকটি পিলখানায় অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্ক হাতির সান্নিধ্যে বেড়ে উঠছে। বনকর্মীদের কথায়, "এই শাবকটির খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ দেখে আমরা নিজেরাই অবাক। ও যখনই বল দেখে, আনন্দে লাফিয়ে ওঠে!" ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়তেই সোশ্যাল মিডিয়ায় উচ্ছ্বাসের ঢেউ। কেউ লিখেছেন, "প্রকৃতির এই মিষ্টি রূপ মন ভরিয়ে দিল!" আবার কেউ মজার ছলে বলেছেন, "এই হাতি একদিন জাতীয় দলের হয়ে খেলবে!"

জলদাপাড়া কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, শাবকটি সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাপদ রয়েছে এবং তার এই প্রাকৃতিক খেলাধুলার আচরণে তারা খুশি। বর্তমানে জলদাপাড়ার এই ছোট্ট 'ফুটবলার' হাতিটি হয়ে উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়ার নতুন তারকা।

মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে কাটল অচলাবস্থা, ছিটমহলে শুরু এসআইআর ফর্ম বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহর হস্তক্ষেপে অবশেষে শুরু হল এসআইআর এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ প্রক্রিয়া। দীর্ঘ কয়েকদিনের অচলাবস্থার পর ৮ নভেম্বর শনিবার সকাল থেকেই পোয়াতুরকুঠি ছিটমহলের ১২৮ ও ১২৯ নম্বর বুথে বাসিন্দাদের সুশৃঙ্খলভাবে ফর্ম গ্রহণ করতে দেখা যায়।

গত মঙ্গলবার বিএলও কর্মী ফর্ম বিতরণ করতে এলেও, স্থানীয় বাসিন্দারা কোনো সুস্পষ্ট কারণ না জানিয়ে তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। ফলে পুরো প্রক্রিয়াই স্থগিত হয়ে পড়ে। পরিস্থিতি জটিল রূপ নিলে, বুধবার স্বয়ং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ এলাকায় পৌঁছে বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং সকলকে ফর্ম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। তাঁর আশ্বাস ও দৃঢ় হস্তক্ষেপের পরেই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। শনিবারের ফর্ম বিতরণ সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ও সংগঠিতভাবে সম্পন্ন হয়। বাসিন্দারা প্রয়োজনীয় নথি নির্বিঘ্নে সংগ্রহ করেন।

বিএলও কর্মী দীপক বর্মন বলেন, "মন্ত্রী মহাশয়ের হস্তক্ষেপের পর মানুষের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব এসেছে। এখন আর কোনো বাধা নেই।"

স্থানীয় বাসিন্দারাও জানান, মন্ত্রী উদয়ন গুহ তাঁদের সঙ্গে কথা বলে আশ্বস্ত করায় তাঁরা ফর্ম গ্রহণে রাজি হয়েছেন।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই বাকি এলাকাগুলিতেও এসআইআর ফর্ম বিতরণের কাজ সম্পূর্ণ হবে।

স্বপ্নার দাবিতে তৎপরতা, জলপাইগুড়িতে প্রথম সিন্থেটিক ট্র্যাক

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: বাংলার উত্তরবঙ্গে ক্রীড়ার পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য নতুন পদক্ষেপ নিতে চলেছে কেন্দ্র। ১৩ কোটি টাকার ব্যয়ে জলপাইগুড়িতে শুরু হতে যাচ্ছে প্রথম সিন্থেটিক ট্র্যাক তৈরির কাজ।

এশিয়াডে সোনাজয়ী অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মন সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকলে নতুন স্বপ্না বর্মন কিভাবে তৈরি হবে?" উত্তরবঙ্গের অ্যাথলিটদের জন্য সিন্থেটিক ট্র্যাকের অভাবকে তিনি বিশেষভাবে চিহ্নিত করেন। তিনি আরও জানান, রাজ্যের পক্ষ থেকে ক্রীড়ার পরিকাঠামো উন্নয়নের আশ্বাস পেলে রাজনীতির ময়দানে নামতেও তিনি আগ্রহী।

সূত্রের খবর, জলপাইগুড়ির সাই কমপ্লেক্সে আগে থেকেই সিন্থেটিক ট্র্যাক নির্মাণের আলোচনা চলছিল। কিন্তু স্বপ্না বর্মনের সরাসরি মন্তব্যের পর কেন্দ্রীয় ক্রীড়া দপ্তর বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠে। স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার (সাই) জলপাইগুড়ি সেন্টারের ইনচার্জ ওয়াসিম আহমেদ বলেন, " 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্পের অধীনে আমরা ৪০০ মিটার লম্বা সিন্থেটিক ট্র্যাক তৈরি করতে যাচ্ছি। ইতিমধ্যেই মাটি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ট্র্যাকের জন্য প্রায় ১৩ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে।"

তিনি আরও জানান, বর্তমানে রাজ্যে কলকাতার সাই সেন্টার ও যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এই ধরনের ট্র্যাক রয়েছে। জলপাইগুড়িতে নতুন ট্র্যাকের উদ্বোধন হলে এটি রাজ্যে তৃতীয় এবং উত্তরবঙ্গে প্রথম হবে।

জলপাইগুড়ির বিশ্ববাংলা ক্রীড়াঙ্গনে ২০১৭ সাল থেকে সাই কেন্দ্র পরিচালনা করছে। তবে এই বিশাল পরিকাঠামোর যথাযথ ব্যবহার না হওয়ায় অভিযোগ উঠেছে। গত মে মাসে শিলিগুড়ি বিজনেস সামিটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সতর্ক করে বলেন, "সাই যদি জলপাইগুড়ির পরিকাঠামো সঠিকভাবে ব্যবহার না করতে পারে, তাহলে এটি অন্য কাউকে দেওয়া হবে।"

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পর সাই উত্তরবঙ্গে খেলাধুলার পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু প্রস্তাব দেয়, যার মধ্যে অন্যতম জলপাইগুড়িতে সিন্থেটিক ট্র্যাক নির্মাণ। স্বপ্না বর্মনের উদ্যোগে এবং সরব হওয়ার ফলে কাজ দ্রুত এগোতে শুরু করেছে।

ওয়াসিম আহমেদ জানান, "স্বপ্না বর্মনের পথ অনুসরণ করে আমাদের অ্যাথলিটদের মধ্যে সাফল্যের ধারা অব্যাহত আছে। এশিয়ান যুব চ্যাম্পিয়নশিপে আমাদের কেন্দ্রের দুই জন অ্যাথলিট— মিষ্টি কর্মকার ও স্বপ্নিল দত্ত অংশগ্রহণ করেছে। মিষ্টি অষ্টম এবং স্বপ্নিল ষষ্ঠ স্থানে স্থান পেয়েছে।"

স্বপ্না বর্মন বলেন, "সিন্থেটিক ট্র্যাক তৈরি হলে বর্তমান খেলোয়াড়দের মানোন্নয়নে সহায়তা হবে এবং তাদের স্বপ্নপূরণে বড় ভূমিকা রাখবে। উত্তরবঙ্গের ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নয়নে আমার দাবি অব্যাহত থাকবে।"

সোশ্যাল মিডিয়ায় সাপ হত্যা ভিডিও, গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: বাড়িতে সাপ হত্যা করে সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন ইংরেজবাজার ব্লকের কাজী গ্রাম এলাকার মোমিনপাড়া নিবাসী আব্বাস মমিন। ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পর ওয়ার্ল্ড লাইভ ক্রাইম কন্ট্রোল বিউরো-তে অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে এবং ভিডিওটি পর্যালোচনা করে ১৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার দুপুরে তাকে আটক করে বনদপ্তর। বনদপ্তর সূত্রে জানা যায়, ওয়াইল্ডলাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্টের নির্দিষ্ট ধারায় তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

একই দিন দুপুরে, আরেকটি অভিযান চালায় বনদপ্তর। মানিকচক ব্লকের ধরমপুর এলাকায় তিন যুবককে সাপ ধরে খেলা দেখানোর অভিযোগে আটক করা হয়। বনদপ্তর জানায়, বন্যপ্রাণী নিয়ে খেলা বা প্রদর্শন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। অভিযুক্তদের কাছ থেকে একটি রাসেল ভাইপার উদ্ধার করা হয়। ধৃতদের বাড়ি শামসীর মালোপাড়া এলাকায় বলে সূত্রের খবর।

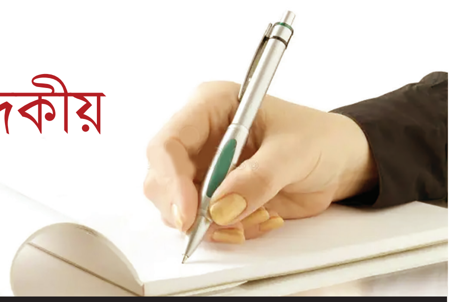

সম্পাদকীয়

রাসমেলা নিয়ে এসেছে এক মুক্ত হাওয়া

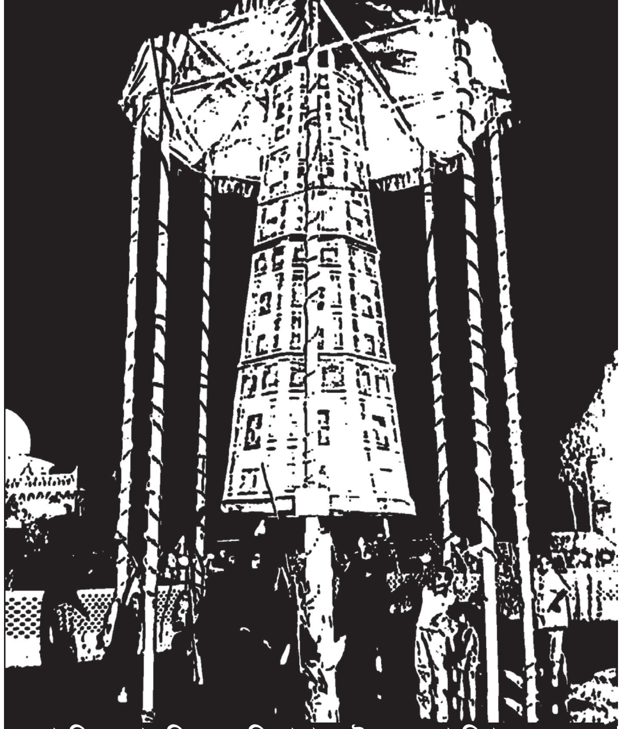

চারদিকে যখন বিভেদের বিষবাষ্প, সেই সময় কোচবিহারে যেন এক মুক্ত হাওয়া বয়ে নিয়ে আসে রাস উৎসব। সেই উৎসব ঘিরে বসে রাসমেলা। শুরু হয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতের সর্ববৃহৎ মেলা 'কোচবিহার রাসমেলা'। লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিড় করতে শুরু করেছে মেলায়।

আজ থেকে বহু বছর আগে কোচবিহারের মহারাজারা এক সম্প্রীতির নজির তৈরি করেছিলেন। সময় গড়িয়ে গিয়েছে অনেক। আজ গোটা বিশ্বজুড়ে ধর্মে-ধর্মে, জাতিতে-জাতিতে বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ-মানুষকে রক্তাক্ত করছে। সব জায়গায় এক তীব্র অসহিষ্ণুতা।

যদিও হিন্দুদের একটি বড় উৎসব হল রাস উৎসব। ভারতের বিভিন্ন স্থানে পালিত হয় এই উৎসব। তবে কোচবিহারের রাস উৎসবের জনপ্রিয়তা এক অনন্য মাত্রা তুলে ধরে। কোচবিহারের এই ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসবে রাস চক্র ঘুরিয়ে পুণ্য অর্জন করেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। আর সেই রাসচক্র বংশ পরম্পরায় তৈরি করে চলেছেন এক মুসলিম পরিবার। রাজনগরের এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নজির এই ভূভারতে প্রায় বিরল। এই সুচেতনার শিকড় বলা যেতে পারে 'রাজকীয়'।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক : সন্দীপন পন্ডিত
কার্য্যকারী সম্পাদক : দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহকারী সম্পাদক : কঙ্কনা বালো মজুমদার, দুর্গাশ্রী মিত্র, রাহুল রাউত
ডিজাইনার : সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক : রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক : মিঠুন রায়

মিথ্যা অভিযোগের ভয় কি কাটবে? কী বলছে দেশের বিচারব্যবস্থা?

শাশ্বত মুখোপাধ্যায়, আইনজীবী

ভারতের সংবিধানের গভীরতা, বিচারব্যবস্থার মহিমা এবং আইনের শাসনের ব্যাপকতা অসীম হলেও, একজন সক্রিয় গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রাজ্ঞ নাগরিক হিসেবে আমাদের আইনশাস্ত্রের মৌলিক ভিত্তিভূমি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা অত্যাবশ্যক। এই লেখার উদ্দেশ্য হল ভারতীয় বিচারব্যবস্থার প্রতি সম্মান রেখে, 'ন্যায়বিচার'-এর ধারণাটি এবং এর ভূমিকা নিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। আইনশাস্ত্রের শাশ্বত নীতিটি হল : "Justice must not only be done, but must also be seen to be done"। যখন এই ন্যায়ের প্রতীয়মানতার অভাব ঘটে, তখন বিচার সম্পন্ন হলেও জনমানসের বিশ্বাস— যা গণতন্ত্রের মেরুদণ্ড— অনিবার্যভাবে ভেঙে পড়ে। ভারতীয় সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদ (আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমতা) এবং ১৩ নং অনুচ্ছেদ (মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা) দ্বারা নিশ্চিত করা হয় যে, আইন প্রয়োগে কোনো বৈষম্য করা হবে না। তবে প্রশ্ন হল : আদর্শ ও বাস্তবের এই দূরত্বের মধ্যে, আমরা, সাধারণ মানুষেরা, আইনের রক্ষাকবচের অধীনে ঠিক কতটা সুনিশ্চিত ও সুরক্ষিত?

সম্প্রতি এলাহাবাদ হাইকোর্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ রায়ে ভরণপোষণ (Maintenance) আইনের এক কঠোর দিক প্রকাশ করা হয়। এই মামলার রায়ের মূল বক্তব্য ছিল — স্বামী উপার্জনের কোনো উৎস না পেলেও (এমনকি দিনমজুরের কাজ করেও) আইনত স্ত্রীকে ভরণপোষণ দিতে বাধ্য। সমাজের চোখে কি তবে পুরুষের ব্যক্তিগত অসুস্থতা বা আর্থিক দুর্বলতা গৌণ করে, তাঁকে কেবল এক অর্থনৈতিক সরবরাহকারী বা অর্থ উপার্জনের যন্ত্র হিসেবে দেখার প্রবণতা স্পষ্ট? কিন্তু এই কঠোর নীতি তখনই বিচার্য হয়ে ওঠে, যখন আমরা সমতার মানদণ্ডে প্রশ্ন করি : যদি শারীরিক সক্ষমতাই উপার্জনের মাপকাঠি হয়, তবে একজন সুস্থ-সবল মহিলাও তো সমানভাবে উপার্জনে সক্ষম। তাহলে কেন তাঁর ওপর স্ব-উপার্জনের প্রাথমিক দায়িত্ব বর্তায় না? কেন পুরুষের ওপরই এই একতরফা অর্থনৈতিক বোঝা চাপানো হয়, যখন সংবিধানের চোখেই সকলে সমান? আইনের শাসন যখন পুরুষের বাস্তব সংগ্রামকে গৌণ করে তখন এই লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যই প্রমাণ করে— আইনের প্রয়োগে সমতার অভাব এখনও বিদ্যমান।

পারিবারিক কলহ এবং আইনের যথেচ্ছ অপব্যবহারের মর্মান্তিক ফল হল বেঙ্গালুরুর প্রকৌশলী অতুল সুভাষের আত্মহনন। আত্মহননের আগে প্রায় ২৪ পৃষ্ঠার সুইসাইড নোট এবং ৮০ মিনিটের একটি ভিডিও থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী তাঁর স্ত্রীর দায়ের করা মিথ্যা মামলায় (যৌতুক-নিগ্রহ ও নিষ্ঠুরতা) তিনি অভিযুক্ত হন এবং মামলা প্রত্যাহারের জন্য তাঁর কাছে প্রায় ৩ কোটি টাকা দাবি করা হয়। এই আর্থিক চাপ ও বিরামহীন আইনি হয়রানি তাঁকে চরম পথ বেছে নিতে বাধ্য করে। তাঁর এই পরিণতি প্রমাণ করে যে, নারীদের সুরক্ষার 'সুরক্ষাকবচ' ধারা ৪৯৮-এ, আজ অনেকের কাছে 'ধ্বংসাত্মক হাতিয়ার' হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সমাজের বহু ঘটনাতেই আজও শুনতে হয়: "টাকা দিয়ে সেটেলমেন্ট করে নাও নইলে তোমার নামে মিথ্যা মামলা করবো"। বিশেষত পুরুষদের ওপর গুরুত্বপূর্ণ যৌন নিগ্রহের মিথ্যা অভিযোগের ভয় দেখানো হয়, যা পরিবার ও ব্যক্তিগত মান-সম্মান এক মুহূর্তে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারে।

ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০-কে সংশোধন করে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩। এই সংহিতায় ধারা ৬৯ যুক্ত করে বিবাহের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে সহবাসকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বাঞ্ছনীয়। কিন্তু প্রণিধানযোগ্য বিষয় হল, আইনের দৃষ্টিতে এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত (victim) হিসেবে শুধুমাত্র একজন নারীকেই গণ্য করা হয়েছে, যা বিস্ময়কর। আধুনিক সমাজের দ্রুত পরিবর্তনশীলতায় সম্পর্কের ভাঙা-গড়া স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হলেও, যদি কোনো নারী মিথ্যা প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে কোনো পুরুষকে আর্থিকভাবে প্রতারিত বা মানসিকভাবে আঘাত করেন, বা তাঁর সাথে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হন তবে সেই প্রতারিত পুরুষের জন্য সরাসরি ও সুনির্দিষ্ট আইনি প্রতিকার ধারা ৬৯ অনুযায়ী অন্তর্ভুক্ত নয়।

নারীও যে গুরুতর যৌন অপরাধে অভিযুক্ত হতে পারে, তার স্পষ্ট প্রমাণ মুম্বাইয়ের শিক্ষিকার সাম্প্রতিক ঘটনা। এক নাবালক ছাত্রকে যৌন নির্যাতনের দায়ে ৪০ বছর বয়সী শিক্ষিকার বিরুদ্ধে শিশু যৌন নির্যাতন প্রতিরোধ আইন (POCSO Act, ২০১২)-এর অধীনে মামলা হয়েছে। তবে এই আইনি সক্ষমতা সত্ত্বেও, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য তৈরি ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বেশিরভাগ যৌন অপরাধের ধারা যেমন যৌন নিগ্রহ, শ্লীলতাহানি, ভয়েউরিজম, অনুসরণ করা— এই ধরনের অপরাধগুলিতে আইন কেবল পুরুষকেই অভিযুক্ত হিসেবে গণ্য করে। এই আইনি বৈষম্যের ফলেই সমাজে পুরুষকে যৌন অপরাধের শিকার হিসেবে স্বীকার করার প্রবণতা তৈরি হয়নি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াকে গণ্য করা হয় না।

সাধারণের মুখে মুখে শোনা যায় যে আইন মেয়েদের পক্ষে; এমন সার্বভৌম ও প্রজাতান্ত্রিক দেশে এই ধারণা কেন প্রচলিত? এর মূলে রয়েছে ব্যক্তিগত আক্রোশ বা অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে ভুয়ো মামলার ব্যাপকতা। প্রশ্ন হল : আমরা কি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে এই ব্যবস্থাগত অপরাধের শিকার আমরা বা অন্য কোনো পুরুষ হবেন না? আজকের যুগে কোনো পুরুষই নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন না যে তাঁর পরিচিত বা স্বল্পপরিচিত কোনো নারী ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করতে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে সম্মানহানি করবেন না। সমাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'অপরাধী' আর 'অভিযুক্ত' শব্দ দুটির পার্থক্য না বুঝে, সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে একটি ভার্চুয়াল 'মিডিয়া ট্রায়াল' শুরু করে, যেখানে সমাজই হয় অভিযোগকারী এবং বিচারক। আর আমাদের সমাজের পুরনো কিন্তু সাংঘাতিক প্রথা— সামাজিক বর্জন বা 'একঘরে' করে দেওয়া— আজও চালু আছে, ফলে অভিযোগ মিথ্যা হোক বা সত্য, অভিযুক্তকে সমাজের কাছে প্রতিনিয়ত শাস্তি ভোগ করতে হয়।

আমাদের দেশ নারী শক্তিকে অতুলনীয় মর্যাদায় ভূষিত করেছে— কল্পনা দত্ত, রানী লক্ষ্মীবাই (বীরত্ব), কাদম্বিনী গাঙ্গুলী এবং মাতৃ-দেবী রূপে নারী পূজা পান। কিন্তু একইসঙ্গে, মহাকাব্যের শূর্পণখা এবং বাংলার ত্রৈলোক্যের মতো জঘন্য অপরাধীর বাস্তব রূপও সমাজে বিদ্যমান। প্রশ্ন হল : সমাজের ক্ষতি করা এই বাস্তব ত্রৈলোক্য-শূর্পণখাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া যাচ্ছে না কেন? কোন যুক্তিতে একজন পুরুষকে সারাক্ষণ মিথ্যা মামলার আতঙ্কে বাঁচতে হবে? এই ভয়ের কারণ কি আইনের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত রক্ষাকবচ ও লিঙ্গ-নিরপেক্ষ কঠোর পদক্ষেপের অভাব? আইন কোনো নির্দিষ্ট লিঙ্গ বা গোষ্ঠীর সম্পত্তি হতে পারে না; এটি সমাজের সর্বজনীন সুরক্ষার ঢাল। যদি এই ঢাল ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপব্যবহৃত হয়, তবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচারালয়গুলিকে অবশ্যই মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে আইনকে সম্পূর্ণ লিঙ্গ নিরপেক্ষ করে বাস্তব পরিস্থিতি খুঁটিয়ে দেখে আইনি সংস্কারের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

যতদিন না আইন প্রয়োগ এবং বিচারকার্যে সেই কার্যকরী সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিশ্চিত হচ্ছে, ততদিন বাস্তবতার কঠোর ভূমিতে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষকে আত্মরক্ষার নীতি অবলম্বন করতে হবে। মিথ্যা অভিযোগের ভয় যখন সমাজের এক শ্রেণির মানুষের জীবনে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে, তখন সচেতনতাই সুরক্ষার প্রথম ধাপ। এই ভয়াবহ প্রেক্ষাপটে, নির্দোষ ব্যক্তিরা কীভাবে আইনি জালে জড়িয়ে পড়া থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে, সেই বিষয়ে কয়েকটি ব্যবহারিক দিকনির্দেশ অনুসরণ করা আবশ্যিক : ১) স্বল্প পরিচিত বা অচেনা কারোও সঙ্গে (নারী বা পুরুষ নির্বিশেষে) নির্জন স্থানে বা অন্ধকারে যাওয়া পরিহার করুন। ২) অপরিচিত কোনো ব্যক্তিকে অতিরিক্ত বিশ্বাস বা সহৃদয়তা দেখানো থেকে বিরত থাকুন। ৩) ব্যক্তিগত কাজ বা শিক্ষাদানের জন্য অনলাইন মাধ্যম বা বন্ধ বর্তনী টেলিভিশনের (সিসিটিভি) নজরদারিতে থাকা স্থান ব্যবহার করা সর্বাধিক শ্রেয়। ৪) স্বল্প পরিচিত বা অপ্রাপ্তবয়স্ক অথবা অপরিচিত প্রাপ্তবয়স্ক কোনো মহিলাকে রাতের দিকে (বিশেষত রাত ৯টার পর) দূরভাষ বা মেসেজ পাঠানো থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকুন। ৫) সমস্ত সাংখ্যিক যোগাযোগ (বার্তা বা বৈদ্যুতিন পত্র) সযত্নে সংরক্ষণ করুন। ৬) গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎ বা লেনদেনের পূর্বে বিশ্বস্ত পারিবারিক সদস্যকে বা বন্ধুকে অবহিত করুন। ৭) চাপের মুখে বিবাহ বা আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত কোনো লিখিত বা মৌখিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। ৮) আর্থিক লেনদেন সর্বদা সুস্পষ্টভাবে নথিভুক্ত করুন এবং সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিত করুন। ৯) সম্পর্ক শেষ হয়ে গেলে প্রতিশোধমূলক আচরণ বা সরাসরি যোগাযোগ সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলুন। ১০) বিপদের সামান্যতম আভাস পেলেই দ্রুত আইনি পরামর্শ গ্রহণ করুন এবং থানায় অভিযোগ দায়ের করার প্রস্তুতি নিন।

কারণ, প্রচলিত প্রবাদ বলে: 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম।' বিচার ব্যবস্থার প্রতি অবিচল আস্থা রেখেই আমাদের প্রত্যাশা: আদালত শুধু শাস্তি প্রদানের দায়িত্বই পালন করবে না, বরং প্রতিটি নাগরিকের মনে এই প্রত্যয় সৃষ্টি করবে যে, আইনের দণ্ড সকলের জন্য নিরপেক্ষ ও সমানভাবে প্রযোজ্য এবং সুযোগের অপব্যবহারের কোনো স্থান এই পবিত্র ব্যবস্থায় নেই। তবে ন্যায় কেবল করলেই হবে না, তা হয়েছে বলেও প্রতীয়মান হতে হবে— তবেই এই মহান উক্তিটি সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

কবিতা

শ্বেত করবী

সায়ন্তন ধর

প্রশান্ত দুহিতা, কেমন আছ তুমি
বিভীষিকাময় সেই দিনের পর
পেরিয়ে এসেছ দশকের পর দশক

নিপ্পন, আজও প্রথম সূর্য উঁকি দেয় ফুজিয়ামার চূড়ায়
রাঙিয়ে দেয় তার কোলে থাকা চেরী বন
আর চা বাগান ভরে ওঠে প্রথম ফ্লাশে।

দারুচিনি দ্বীপ, তুমি ভুলেছ তোমার সাম্রাজ্যবাদ
কিন্তু ওরা তো ভোলেনি এখনও
যারা তোমাকে আনবিক আঘাতে করেছিল হিবাকুশা।

দেশপ্রেমিকের দেশ, তোমার উন্নতি থামেনি এর পরেও
পরা-উন্নতিতে শত্রুকে করেছ বন্ধু
আর বন্ধুকে করেছ সামগ্রিক সহায়তা।

ক্রিসেনথিমামের দেশ, তুমি দেশে দেশে ছড়িয়ে দাও
শান্তির বার্তা, সময়ানুবর্তিতা
দু'য়ে মিলে গড়ে উঠুক একটা সুন্দর পৃথিবী।

জাপান, তোমার হোক্কাইডো, হনসু, সিকোকু, কিউসুতে
প্রতিটি বাড়ির উঠোনে ফুটুক শ্বেত করবী
একটা যুদ্ধহীন নতুন সকাল আনতে হলে।

বালিকাটির কথা

প্রশান্ত মণ্ডল

বালিকাটি বোধহয় গোপনে কাঁদে
যেই মেয়েটির দুই বাহুতে
অনেককেই ধরা দিতে দেখেছি একদিন
কিন্তু প্রকাশ্যে নয়
আপনদের পরিকল্পনামাফিক
দিনে অথবা রাতে।

এভাবে সবার শরীর পড়তে পড়তে
মেয়েটি বোধহয় একদিন কেঁদে ওঠে
অথচ আড়ালে মুছে নেয় দু-চোখ
যাকে সে একদিন ভালোবেসে ফেলে
কিন্তু ফিরে আসতে হয়!
যেভাবে আমাকে বেসেছিল প্রকাশহীন..

কিন্তু আমি তার বাহুর মানুষ হতে পারিনি
শুধু নীরব কান্না শুনতে পেয়েছি...তার।

শূন্যের আকার

সুমির রং

আমি যদি সাদা পৃষ্ঠা হই-
তুমি কি কলম ধরবে, না কি তাকিয়ে থাকবে নীরবে?
আমার শূন্যতার মধ্যে কি তুমি খুঁজবে নিজের প্রতিফলন,
না কি ভয় পাবে, ভাববে- এতটাও ফাঁকা থাকা যায়?

আমার গায়ে কোনও ইতিহাস নেই, কোনও ক্ষতচিহ্নও না,
তবু তোমার প্রতিটি ভাবনা এসে ছুঁয়ে যাবে আমাকে,
অদৃশ্য কালি হয়ে।
তুমি লিখতে না চাইলেও,
তোমার নিঃশ্বাসে জমে থাকবে
অক্ষরের সম্ভাবনা।

আমি সাদা বলেই তুমি রঙিন,
আমি নিঃশব্দ বলেই তুমি উচ্চারণ।
আমি শূন্য বলেই
তুমি পূর্ণতার ব্যাকুল প্রয়াস।

শেষে যদি কিছুই না লেখ
তবু জানবে, আমি তোমার নীরব স্বীকারোক্তির জায়গা,
যেখানে শব্দেরও সাহস ফুরিয়ে যায়।

নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমীর উদ্যোগে আলিপুরদুয়ারে শুরু হয়েছে নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা। ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত চলা এই কর্মশালায় জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার বিপুল নাট্যোৎসাহীরা অংশ নিয়েছেন।

কর্মশালার প্রথম দিনেই রাজ্যের বিশিষ্ট কালারিপায়েট্টু প্রশিক্ষক ও ভারতনাট্যম নৃত্যশিল্পী সোমা গিরি প্রশিক্ষণার্থীদের কালারিপায়েট্টুর মৌলিক কৌশল শেখান। তিনি থিয়েটারে এই প্রাচীন মার্শাল আর্টের ব্যবহার সম্পর্কেও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেন।

নাট্যকার ও বাচিক শিল্পী সুদীপ্ত দত্ত কণ্ঠের সঠিক ব্যবহার ও সংলাপ উচ্চারণের সূক্ষ্ম দিকগুলি শিক্ষার্থীদের বোঝান। পাশাপাশি, রাজ্যের নাট্য ব্যক্তিত্ব সুরজিৎ সিনহা ও নিশা হালদার প্রতিদিন প্রশিক্ষণার্থীদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন।

বিশিষ্ট পরিচালক রাকেশ ঘোষও কর্মশালায় অংশ নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ও নির্দেশনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নাট্য দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করেছেন। রাজ্যের সেরা নাট্য ব্যক্তিত্বদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিতে পেরে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উচ্ছ্বাসের দেখা মিলেছে। শিবিরের শেষ দিনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে তৈরি হওয়া বুদ্ধদেব বসুর কাব্য নাট্য 'প্রথম পার্থ' প্রদর্শন করেন শিক্ষার্থীরা।

গ্রন্থ প্রকাশ

কোচবিহারের দেবীবাড়িতে 'কবি সুবীর সরকারের আড্ডাঘর' থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত হল কবি প্রশান্ত প্রসূনের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ঘুমন্ত নদীর চিঠি' এবং কবি জয় দাসের 'একটি হারিয়ে যাওয়া গল্প'। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বরিষ্ঠ সাংবাদিক অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য, নাট্যব্যক্তিত্ব কল্যানময় দাস, কবি শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী, অমিতাভ চক্রবর্তী, স্বপন সরকার, প্রাণেশ পাল, অভিজিৎ সেন, সৈকত সেন, ব্রততী দাস, শ্রেয়সী সরকার, পম্পা রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কবি সুবীর সরকার। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় স্বপন সরকারের কণ্ঠে উত্তরবঙ্গের মাটির গান 'কাজল ভোমরা' দিয়ে। বইদুটির মোড়ক উন্মোচন করেন অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য, কল্যানময় দাস সহ উপস্থিত অনেকেই। এদিন কবি প্রশান্ত প্রসূনের কবিতা পাঠ করে শোনান ব্রততী দাস এবং কবি জয় দাসের কবিতা পড়ে শোনান শ্রেয়সী সরকার। দুই কাব্যগ্রন্থ নিয়েই বিশদ আলোচনা করেন অভিজিৎ সেন।

ভাওয়াইয়ার সুরে মুম্বাই পাড়ি অনিন্দিতার

ভাওয়াইয়ার সুরে মাতাতে এবার মুম্বাই পাড়ি দিচ্ছেন তুকখ্যা একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা অনিন্দিতা রায় ও তাঁর দল। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করতে এই প্রথম কোনো শিল্পী মুম্বাইয়ের বিখ্যাত রুহানিয়াত উৎসবের মঞ্চে ভাওয়াইয়া গান পরিবেশন করতে চলেছেন।

উত্তরবঙ্গের গ্রাম জীবনের গান ভাওয়াইয়া এবার পৌঁছে যাচ্ছে মায়ানগরীর শ্রোতাদের কাছে। সঙ্গীতের পাশাপাশি আঞ্চলিক ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে অনিন্দিতা মঞ্চে উপস্থাপন করবেন রাজবংশী সমাজের ঐতিহ্যবাহী পোশাক 'পাটানি'।

এর আগেও তিনি আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভাওয়াইয়ার সুর ছড়িয়েছেন। ডেনমার্কে ভাওয়াইয়া পরিবেশন করে বিদেশি শ্রোতাদের মন জয় করেছিলেন অনিন্দিতা। এবার দেশের মাটিতে, মুম্বাইয়ের মঞ্চে তুলে ধরবেন উত্তরবঙ্গের সুর ও সংস্কৃতি।

বছরে ৬৪টি বই প্রকাশ পাইকানের

কোচবিহারের বুকে ২০ বছর অতিক্রম করেছে পাইকান প্রকাশনী। এবছর তাদের প্রকাশনার তালিকায় ছিল ৬৪টি বই। সম্প্রতি কোচবিহারের রেডক্রস ভবনের দ্বিতলে স্বনামধন্য কবি, সাহিত্যিক ও গবেষকদের উপস্থিতিতে কুড়িটির অধিক বই প্রকাশিত হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে এদিন উপস্থিত ছিলেন পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মাধব চন্দ্র অধিকারী, বর্ষীয়ান শিক্ষক রঘুনাথ রায় ও জটেশ্বর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ নারায়ণ চন্দ্র বসুনিয়া। এদিন স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ বর্মার প্রতিকৃতিতে ফুল অর্পণ করে ও তারামোহন অধিকারীর স্বরচিত গানে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। উপস্থিত সকল অতিথি ও কবি-লেখকদের এদিন হলদিয়া গামছা পরিয়ে বরণ করে নেন সংস্থার কর্ণধার ধৃতিশ্রী বর্মা। অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন জ্ঞানবিলাস জ্যোতিষ রঞ্জন রায়। এদিন প্রকাশিত বইয়ের তালিকায় ছিল মধুসূদন রায়ের 'কোচবিহারে পরগ্রহী', 'মাধব চন্দ্র অধিকারীর রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড, সুবলেন্দু বসুনিয়ার 'রাজবংশী সংস্কৃতিতে বাদ্যযন্ত্র', সুজন বর্মনের 'কামতা কুচবেহার ক্যুইজ', মহেন্দ্র মণ্ডলের 'শতবর্ষে জনবিস্ফোরণ' ও 'শিখতে গেলে পড়তে হয় – জানতে গেলে ঘুরতে হয়', বর্ষীয়ান কবি আব্দুল্লাহ মিঞার 'প্রেম কোনো বয়স মানে না', প্রণব রায়ের 'ঝাল্টি ঝাটাং', মৌটুসী রায়ের 'জোছনা ঘরের মায়া', ধৃতিশ্রী রায়ের 'রাজবংশী ভাষার শব্দের জোগাড়' ইত্যাদি। কন্যা ভূপালী রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় হেমন্ত কুমার রায় বর্মার 'গোপি চন্দ্রের গান' ও 'বানিয়াদহের তীর থেকে রাজমহল'। অতিথিদের উপহার ছাড়াও ওইদিন ষাটোর্ধ্ব লেখকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় লাঠি। প্রকাশিত বইগুলি তিন ভাগে পাঠানো হয়েছে কোচবিহার জেলা গ্রন্থাগার, জটেশ্বর মহাবিদ্যালয় ও পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

লোকনৃত্য প্রদর্শনে সোনাপুরের ৬ কৃতী

আগামী ২৫ নভেম্বর আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সোনাপুর বিকে গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা কলকাতার বালিগঞ্জে একটি রাজ্য-স্তরের প্রতিযোগিতায় রাজবংশী ভাওয়াইয়া গানের সঙ্গে লোকনৃত্য পরিবেশন করতে চলেছে। এর মধ্য দিয়ে তারা রাজ্যের দরবারে উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে তুলে ধরবে।

শিক্ষা দপ্তরের অধীনস্থ ন্যাশনাল পপুলেশন এডুকেশন প্রোজেক্টের উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। ছাত্রীরা ইতিমধ্যে ব্লক এবং জেলাস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। জেলাস্তরে প্রথম স্থান অধিকার করার ফলেই তারা আলিপুরদুয়ার জেলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছে।

ন্যাশনাল পপুলেশন এডুকেশন প্রোজেক্টের এই রাজ্য-স্তরের লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় রাজ্যের ২৩টি জেলার মোট ২৩টি স্কুল অংশ নেবে। সোনাপুর বিকে স্কুলের অষ্টম ও নবম শ্রেণির ছয়জন ছাত্রী এই মঞ্চে জেলার প্রতিনিধিত্ব করবে। তাদের চার থেকে ছয় মিনিটের এই নৃত্য পরিবেশনায় থাকবে রাজবংশী সংস্কৃতির লোকনৃত্যের ধারা। তারা ব্লক ও জেলাস্তরেও একই ধারার ভাওয়াইয়া গানে নৃত্য পরিবেশন করে সাফল্য অর্জন করেছে।

পুলিশি অভিযানে বাজেয়াপ্ত মদ, পলাতক দুই অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে টানা দুই জায়গায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মদ ও মদ তৈরির সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করল বৈকুণ্ঠপুর বনবিভাগের ধুপারহাট রেঞ্জ ও রাজগঞ্জ থানার পুলিশ। তবে দুই ক্ষেত্রেই অভিযুক্তরা বনাঞ্চলের ভেতর ও চা বাগানের পথ ধরে পালিয়ে যায় বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

প্রথম অভিযানটি চালানো হয় ধুপারহাট বৈনাঞ্চলে। বন ও পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করে ৮টি অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি, ৪টি ফানেল এবং প্রায় ১২০ লিটার মদ, যা ৬টি প্লাস্টিকের কন্টেনারে রাখা ছিল। ধূপগুড়ি শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা অভিযুক্ত ধানেশ রায়, মদ তৈরির প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। পুলিশের চোখ এড়িয়ে তিনি ঘন জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে যান বলে খবর। অভিযানের সময় প্রায় ৫৫০ লিটার ফারমেন্টেড ওয়াশ নষ্ট করা হয়েছে।

এরপর রাজগঞ্জ থানার অন্তর্গত রাঙ্গারবাড়ি এলাকায় গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে দ্বিতীয় অভিযান চালানো হয়। অভিযুক্ত চন্ডিকা রায়ের বাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় ৬টি অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি, ৪টি ফানেল, প্রায় ২০ কেজি গুড়, ২.৫ কেজি বাখার ও ৩৫ লিটার মদ। এখানেও অভিযানের টের পেয়ে অভিযুক্ত পাশের চা বাগানের পথ ধরে পালিয়ে যান। অভিযানে পুলিশ প্রায় ৮২০ লিটার ফারমেন্টেড ওয়াশ নষ্ট করে।

দুই ঘটনাতেই পৃথক মামলা রুজু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, পলাতক অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের জন্য তল্লাশি অভিযান জারি রয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী ‘বোল্লাকালী’ পূজা

নিজস্ব প্রতিবেদন

দক্ষিণ দিনাজপুর: রাস পূর্ণিমার পরবর্তী শুক্রবার অর্থাৎ ৭ নভেম্বর বালুরঘাটের প্রায় ২৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বোল্লা গ্রামে হয়ে গেল উত্তরবঙ্গের অন্যতম বৃহত্তম ও ঐতিহ্যবাহী বোল্লা রক্ষাকালী মায়ের পুজো। পুজো উপলক্ষ্যে চলে চার দিনব্যাপী মেলা।

কথিত আছে, এক ভক্তের স্বপ্নাদেশের পর পুকুর থেকে মাতার শিলাময় রূপ উদ্ধার করে স্থাপনের মাধ্যমে এই পুজোর সূচনা হয়। ইংরেজ শাসনামলে স্থানীয় জমিদার মুরারিমোহন চৌধুরী ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সময় কারাবন্দি হন, পরে মায়ের কৃপায় মুক্তি পান। সেই থেকে প্রতি বছর রাসপূর্ণিমার পরবর্তী শুক্রবারে মায়ের বাৎসরিক পুজো অনুষ্ঠিত হয়।

বর্তমানে মাতৃমূর্তিটি সাড়ে সাত হাত উচ্চতার, এবং প্রায় ১৪ কেজি সোনার গহনা ও হীরের অলঙ্কারে সজ্জিত করা হয়। হাজার হাজার ভক্ত বাতাসা ও চিনির পুতুল ভোগ হিসেবে নিবেদন করেন। বোল্লার বিখ্যাত বাতাসা ও কদমা লুট মেলার অন্যতম আকর্ষণ। এই পুজো ও মেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। দুই দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি ছাড়াও অন্যান্য জেলা এমনকি পড়শি দেশ থেকেও ভক্তরা এসে মেলায় মিলিত হন।

রবীন্দ্রসঙ্গীত ঘিরে পথে এআইডিএসও

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: সম্প্রতি অসমের শ্রীভূমি জেলায় একটি রাজনৈতিক মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গীতি ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’ গাওয়ায় দেশদ্রোহী তকমা দেওয়ার প্রতিবাদে কোচবিহারে মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই প্রতিবাদী কর্মসূচির আয়োজন করেছিল ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও। মিছিলটি শহরের ক্ষুদিরাম স্কোয়ার থেকে শুরু হয়ে সাগরদিঘি সংলগ্ন বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে। পরে দাস ব্রাদার্স চৌপথিতে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় এবিএন সিল কলেজের ছাত্রী ঋষীলা চন্দ রবীন্দ্রনাথের লেখা ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’ গানটি গেয়ে উপস্থিতদের সামনে তুলে ধরেন।

এআইডিএসও-এর কোচবিহার জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য বৈশাখী নন্দী সভায় বলেন, “রবীন্দ্রনাথ এই গানটি গেয়েছিলেন ১৯০৫ সালে অবিভক্ত ভারতবর্ষে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়। এটি মানুষের মধ্যে মেলবন্ধন সৃষ্টি করেছিল। বর্তমানে বিজেপি-আরএসএস শিক্ষার মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও নবজাগরণের বড় মনীষীদের ইতিহাস বিকৃত করতে চাইছে। তারা মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে। আমরা এ ধরনের প্রচেষ্টার প্রতিবাদ জানাই।”

মিছিল ও সভায় নেতৃত্ব দেন কোচবিহার শহর লোকাল কমিটির সম্পাদক বুদ্ধদেব রায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

রাসমেলায় পুস্তক বিপণন কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা এবার ২১৩তম বর্ষে পদার্পণ করল। মেলার কৌতূহল বাড়াতে সিপিএম শহর উত্তর ও দক্ষিণ এরিয়া কমিটির যৌথ উদ্যোগে গত ৭ নভেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় একটি মার্কসীয় ও প্রগতিশীল পুস্তক বিপণন কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তারিণী রায়, মহানন্দা সাহা, পার্থ প্রতিম সেনগুপ্ত, সাধন দেব, মধুছন্দা সেনগুপ্ত, গৌতম রায় ও রুহুল আমিন খন্দকার। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রামসাগর রায়।

পুস্তক বিপণন কেন্দ্রটি চলতি মাসের ১৯ তারিখ পর্যন্ত বিকেল থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। উদ্বোধনের সময় উপস্থিত ছিলেন সাধারণ মানুষসহ পার্টির কর্মী ও সমর্থকরা। উদ্বোধনের পর তারিণী রায় কিছু সংখ্যক বই বিক্রি করেন।

এদিন তারিণী রায় জানান, বই বিক্রির পাশাপাশি এসআইআর সম্পর্কেও সাধারণ মানুষকে সচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া হবে এই কেন্দ্রের মাধ্যমে।

মায়ের হাতেই খুন ৭ মাসের খুদে

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার জংশনের দক্ষিণ চেচাখাতা গ্রামে ঘটে গেল এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। অভিযোগ, সাত মাসের কন্যা সন্তানকে খুন করেছেন তাঁরই মা পূজা দে ঘোষ। তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাড়ির পাশের পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয় ওই শিশুর দেহ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পেশায় বীমা কর্মী জয়দীপ ঘোষ স্ত্রী, বাবা ও কন্যা সন্তানকে নিয়ে দক্ষিণ চেচাখাতায় থাকেন। ঘটনার দিন জয়দীপ ঘোষ বাইরে কাজে গিয়েছিলেন। দুপুরে শ্বশুরকে খাবার দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য অন্যত্র যান পূজা। ফিরে এসে দেখেন, বিছানায় শিশুটি নেই। শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। পরে খবর দেওয়া হয় পুলিশে।

পুলিশ তদন্তে নেমে পূজা দে ঘোষের বক্তব্যে একাধিক অসঙ্গতি খুঁজে পায়। ধারাবাহিক জেরা চালানোর পর শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়েন তিনি এবং স্বীকার করেন, নিজের কন্যাকেই খুন করে বাড়ির পাশের পুকুরে ফেলে দিয়েছেন। এরপর সেই পুকুর থেকেই শিশুর নিথর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়ার পর থেকেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন পূজা। তবে মানসিক সমস্যা নাকি পারিবারিক অশান্তি—কোন কারণে এমন নৃশংস পদক্ষেপ নিলেন তিনি, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা।

‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান’ কর্মসূচির আওতায় গত ১২ নভেম্বর বুধবার কোচবিহারের দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের নাজিরহাট ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট ৫৯টি উন্নয়নমূলক কাজের সূচনা হয়। দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) শ্রী নীতিশ তামাং এই প্রকল্পগুলির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

এলাকার সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের চাহিদা মেটাতে এই প্রকল্পগুলিতে নতুন কংক্রিটের রাস্তা তৈরি, সোলার লাইট বসানো এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র সংস্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ৫৯টি প্রকল্পের সফল রূপায়ণের জন্য রাজ্য সরকার মোট ৭২ লক্ষ ৪১ হাজার ১৪৩ টাকা বরাদ্দ করেছে।

বিডিও নীতিশ তামাং জানান যে, ‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান’ ক্যাম্পে স্থানীয় বাসিন্দারা যে সমস্ত উন্নয়নের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সেই ভিত্তিতেই এই ৫৯টি প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়েছে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে এলাকার মানুষ উপকৃত হবেন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন নাজিরহাট ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পম্পা রায় বর্মন, তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মদনমোহন বর্মন, অঞ্চল চেয়ারম্যান ডিম্পল রায়, যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি জামাল হোসেন সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি এবং বিপুল সংখ্যক স্থানীয় মানুষ।

বাজেয়াপ্ত মরফিন, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন

দার্জিলিং: মাদক বিরোধী অভিযানে ফের সাফল্য পেল সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী (এসএসবি)। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সম্প্রতি বাঙ্গালজোত এলাকায় অভিযান চালিয়ে এক সন্দেহভাজন যুবককে আটক করে এসএসবি। সূত্রের খবর, ভারত-নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন কালী মন্দির এলাকার কাছে এই অভিযান চালানো হয়। তল্লাশিতে ধৃত যুবকের কাছ থেকে ১০২ গ্রাম মরফিন (প্যাকেটসহ মোট ১০৯ গ্রাম) বাজেয়াপ্ত করা হয়। এছাড়া তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন, দুটি সিম কার্ড এবং ভারতীয় মুদ্রায় ১২০ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ধৃত যুবকের নাম বিষ্ণু বর্মণ (২৪)। সে দার্জিলিং জেলার গৌরসিংজোত এলাকার বাসিন্দা। এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে বিষ্ণু জানিয়েছে, সে নকশালবাড়ি এলাকার এক ব্যক্তির কাছ থেকে ওই মরফিন সংগ্রহ করেছিল। পরিকল্পনা ছিল ২,৫০০ টাকার বিনিময়ে দুলালজোতের এক ব্যক্তির হাতে মাদকটি তুলে দেওয়ার।

ঘটনার পর ধৃত যুবককে নকশালবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় এসএসবি। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

বাড়িই যেন সংগ্রহশালা!

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: অবশেষে বাড়ি পরিণত হল এক আস্ত সংগ্রহশালায়। বাড়িতেই সংগ্রহশালা নির্মাণ করে নজির গড়লেন মালদার রামকৃষ্ণ মিশন রোডের বাসিন্দা অম্লান চক্রবর্তী। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও তাঁর নেশা ইতিহাসের। সেই নেশাই আজ তাঁর বাড়িকে পরিণত করেছে এক বিরল সংগ্রহশালায়।

চেন্নাইয়ে মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে গবেষণার পাশাপাশি অম্লানের মন পড়ে থাকে ইতিহাসের নানা অধ্যায়ে। প্রাচীন মুদ্রা, দেশ-বিদেশের ডাকটিকিট, দুর্লভ সামগ্রী—সবই তাঁর সংগ্রহে জায়গা পেয়েছে।

সুলতানি, মুঘল যুগ থেকে শুরু করে টিপু সুলতানের আমলের অসংখ্য রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রা শোভা পাচ্ছে তাঁর সংগ্রহশালায়। রয়েছে বিশ্বের সবথেকে ছোট মুদ্রা ‘ফানাম’-ও। শুধু মুদ্রাই নয়, প্রায় দেড়শো বছর আগের হাতির দাঁতের তৈরি অলঙ্কার বাক্স, আতরদানি, প্রাচীন কারুশিল্পের নানা নিদর্শনেও সমৃদ্ধ এই ঘরোয়া সংগ্রহশালা। অম্লানের কথায়, “ইতিহাসকে স্পর্শ করা, তার ছোঁয়া অনুভব করাই আমার নেশা। এই মুদ্রা ও সামগ্রীর মধ্যে লুকিয়ে আছে অতীতের অসংখ্য গল্প।”

জাতীয় মঞ্চে দেওয়ানগঞ্জের পাঁচ ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন

হলদিবাড়ি: হলদিবাড়ির সীমান্তবর্তী দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুলের পাঁচজন ছাত্রী বাংলার হয়ে জাতীয় স্তরের ভলিবল প্রতিযোগিতায় সুযোগ পেয়েছে। ১১ থেকে ১৫ নভেম্বর উত্তরপ্রদেশের বরেলিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৬৯তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব-১৭ বালিকা ভলিবল প্রতিযোগিতা। সেখানেই তারা অংশ নেবে। বাংলার ১২ জনের স্কুল দলে এই একটি স্কুল থেকেই পাঁচজন স্থান করে নিয়েছে। তারা হল, একাদশ শ্রেণির তনুশ্রী রায় ও মল্লিকা রায়, দশম শ্রেণির শিউলি রায় সরকার, পূজা রায় ও তনুশ্রী রায়।

এ বছর রাজ্য ভলিবল প্রতিযোগিতায় কোচবিহার জেলা দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, যার প্রতিটি সদস্যই ছিল দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুলের ছাত্রী। সেই দল থেকেই এই পাঁচজন জাতীয় দলের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। গত বছরও তনুশ্রী, মল্লিকা ও শিউলি রাজ্য দলে প্রতিনিধিত্ব করেছিল। এবার আরও দু'জন নতুন করে সুযোগ পাওয়ায় বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক প্রসেনজিৎ দত্ত তাঁর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, "গতবার তিনজন সুযোগ পেয়েছিল, এবার পাঁচজন। এটা আমাদের জন্য বিরাট আনন্দের।"

বিদ্যালয়ের টিচার ইন-চার্জ কমলকান্তি রায় ছাত্রীদের সাফল্যে গর্বিত হয়ে জানান, "ওরা আগামীতে আরও এগিয়ে যাবে।"

জাতীয় দলে সুযোগ পেলেও এই পাঁচ ছাত্রীর প্রত্যেকেই এসেছে অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে। তাদের স্বপ্ন দেশের জার্সি পরে খেলা, কিন্তু পথটা সহজ ছিল না। তনুশ্রীর বাবা কল্যাণ রায় পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক। আর্থিক সমস্যার কারণে ভালো প্রশিক্ষণ বা পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার জোটেনি। তবুও তার চোখে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন। পূজা রায় বাবা লেবু রায় পেশায় দিনমজুর। সংসারের খরচ সামলাতেই হিমশিম খাচ্ছেন। পূজা জানায় সে আধপেটা খেয়েই অনুশীলনে যায়। তবু খেলার টানে একদিনও কামাই করে না।

ছাত্রীদের এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে কামাত বিন্দি পল্লি যুব সংঘ এবং প্রশিক্ষক তাপস রায়ের নিরলস প্রচেষ্টা। প্রশিক্ষক তাপসবাবুর মতে, "ওই স্কুলের খেলোয়াড়রা খুবই সিরিয়াস এবং তাদের পারফরমেন্স খুবই ভালো। এই জন্যই তারা নির্বাচিত হয়েছে।"

ক্লাব সদস্য স্বপন রায় জোর দিয়ে বলেন, "রাজ্য দলের হয়ে যারা সুযোগ পেয়েছে তারা প্রত্যেকেই দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে উঠে এসেছে। লড়াই কী তারা জানে। জাতীয় স্কুল গেমসে বাংলা দল এবার ভালো ফল করবেই।"

কুডো কাপে দ্বিতীয় শিলিগুড়ির ইশিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: গুজরাটের সুরাটে অনুষ্ঠিত হল ষষ্ঠ কুডো ফেডারেশন কাপ। প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ জিতে শিলিগুড়ির নাম উজ্জ্বল করেছে ইশিকা রায়। ইশিকাz শিলিগুড়ি পৌরসভার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব মিলনপল্লির বাসিন্দা। প্রতিযোগিতায় সে অনূর্ধ্ব-২১ বিভাগে ৪৫ কেজি ওজনের কম বিভাগে নামে। ইশিকার ভবিষ্যতে এশিয়া কাপ, বিশ্বকাপ সহ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় খেলার ইচ্ছে রয়েছে। তার কোচ সহদেব বর্মন এবং অঙ্কুর বর্মন ইশিকাকে নিয়ে বেশ আশাবাদী।

দৃষ্টিহীনদের ফুটবল, দ্বিতীয় পশ্চিমবঙ্গ

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি গ্রেটার দৃষ্টিহীনদের জন্য বিশেষ ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করে। প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে পশ্চিমবঙ্গ। ৯ নভেম্বর দাদাভাই ক্লাবের মাঠে ফাইনাল প্রতিযোগিতা হয়। উপস্থিত ছিলেন এসএসবি-র আইজি বন্ধন সাক্সেনা। মিজোরাম ৩-০ গোলে পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। লায়ন্সের সভাপতি আশিস চন্দ্র পালের বক্তব্য, "২ বছর আগে হিন্দি হাইস্কুলের মাঠে আয়োজিত হয়েছিল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। সেখানে খেলতে নেমে এক চিকিৎসক প্রয়াত হন। তারপর থেকে আতঙ্কে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হত না। এবছর প্রথম দৃষ্টিহীনদের ফুটবল আয়োজন করা হল।" লায়ন্স ক্লাবের উদ্দেশ্য বিশেষ ভাবে সক্ষমরা যে কারও করুণার পাত্র নয়, তা প্রমাণ করা। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহকারী সংগীতা মিথিরার প্রশংসা করেন আয়োজক সোমেশ ঘোষ। তিনি জানান মিথিরা জাপান, বার্মিংহামে ভারতীয় দলের হয়ে খেলেছে। এই প্রতিযোগিতায় যারা অংশ নিয়েছে তাদের চোখ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। যাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে তাদের হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

টেবিল টেনিসে জয়ী শিলিগুড়ি কলেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের এসপি রায় ট্রফি আন্তঃকলেজ টেবিল টেনিস আয়োজিত হয়। পুরুষদের দলগত বিভাগে সেরার শিরোপা পেয়েছে শিলিগুড়ি কলেজ। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাঘরে অনুষ্ঠিত ফাইনালে শিলিগুড়ি কলেজ ৩-০ ব্যবধানে ফালাকাটা কলেজের বিরুদ্ধে জেতে। শিলিগুড়ি দলের সদস্যরা ছিলেন সপ্তার্ষ চক্রবর্তী, মনোরূপ ঘোষ, সৌমিক বসাক, বিনীত প্রধান, সুমিত ঘোষ ও অনীক মণ্ডল। ফালাকাটা দলে ছিলেন বিশাল বর্মন, অরিত্র বর্মন, শিবা কার্জি, ময়ূখ কার্জি ও রাহুল সাহা। পুরুষদের বিভাগে সেরা সপ্তার্ষ। ফাইনালে তিনি ৩-১ গেমে অনীকের বিরুদ্ধে জয় পান। মহিলাদের সেরা শিলিগুড়ি কলেজের সৃজনী বসু। ফাইনালে তিনি ৩-০ গেমে শিলিগুড়ি কমার্স কলেজের সায়োনিশা চাকিকে হারিয়েছেন।

বছরপূর্তিতে প্রীতি হকি

নিজস্ব প্রতিবেদন

ঘোকশাডাঙ্গা: গত ৭ নভেম্বর ভারতীয় হকি ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠার ১০০ বছরপূর্তি উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই উপলক্ষ্যে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের কুশিয়ারবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত হয় 'প্রীতি হকি ম্যাচ'। খেলায় বিবেকানন্দ একাদশ গোলে ২-০ গোলে হারিয়েছে শিবাজি একাদশকে। বিজয়ী দলের হয়ে গোল করেছেন ভাস্কর বর্মন ও রাকেশ বর্মন।

গ্রিনের জয়, ম্যাচ সেরা রোমা

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: শুরু হয়েছে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের মহিলা ক্রিকেট লিগ। ৯ নভেম্বরের খেলায় এসএমকেপি গ্রিন ৬ উইকেটে এসএমকেপি ব্লু-কে হারায়। বসুন্ধরা মাঠে টসে জিতে ব্লু ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১১৬ রান করে। ঈশানি মজুমদার ৩০ রান করেন। প্রীতি মাহাতো করেন ২৮ রান। পূজা অধিকারীর রান সংখ্যা ২৬। রোমা কুর্মি ২৮ রানে মোট ৩টি উইকেট পেয়েছেন। সঙ্গে ৩৮ রানও করেন। এদিন বিপক্ষে থাকা গ্রিন দল ১৮.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ১১৭ রান করে খেলা জিতে নেয়।

তাইকোন্ডোয় মালবাজারের সাফল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালবাজার: সম্প্রতি শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত রাজ্য তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতায় দারুণ সাফল্য অর্জন করল মালবাজার। মহিলা বিভাগে তারা হয়েছে রানার্স-আপ এবং পুরুষদের বিভাগে পেয়েছে তৃতীয় স্থান। মালবাজারের ঝুলিতে এসেছে মোট ২৩টি পদক, যার মধ্যে রয়েছে ১১টি সোনা।

জয়ী মোংরা এফসি

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারে সোনার বাংলা যুব সংঘের মৃণাল ইসলাম ও হামিদ মিয়াঁ ট্রফি ফুটবলে সম্প্রতি অসমের মোংরা এফসি ৪-১ গোলে হারিয়েছে আয়োজক দল সোনার বাংলা যুব সংঘকে।

মোংরার খেলোয়াড় সত্যজিৎ হাঁসদা হ্যাটট্রিক করেন এবং ম্যাচের সেরা পুরস্কার হাতে তুলে নেন। মোংরার বাকি গোলটি করেন পলাশ কিস্কু। সোনার বাংলার একমাত্র গোলটি জোংমা নার্জারির।

টেবিল টেনিসে বিশেষ সম্মান

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: দীর্ঘ ২৯ বছর পর বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার (চ্যাপ্টার টু) উদ্যোগে রাজ্য টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা আবার ফিরছে উত্তরবঙ্গে। আগামী ১৯ নভেম্বর শিলিগুড়ির ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এই মেগা ইভেন্ট শুরু হবে এবং চলবে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত। এবারের প্রতিযোগিতাটিকে বিশেষ মাত্রা দিতে প্রাক্তন টেবিল টেনিস কোচ ভারতী ঘোষের নামে ট্রফি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। সাংবাদিক সম্মেলনে বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার যুগ্ম সচিব রজত দাস জানান, এই আসরে রাজ্যের ১৮টি জেলা থেকে ১,৩০০-এরও বেশি প্রতিযোগী অংশ নিচ্ছেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একাধিক জাতীয় র‍্যাং কিংয়ের উপরের দিকে থাকা প্যাডলার এবং বেশ কয়েকজন অলিম্পিয়ানও থাকছেন।

প্রতিযোগিতার পুরস্কারমূল্য ধার্য করা হয়েছে ২ লক্ষ টাকা। উদ্বোধনী মঞ্চে উত্তরবঙ্গের প্রথম সিনিয়র রাজ্য চ্যাম্পিয়ন শ্যামল দাসকে জীবনকৃতি সম্মান প্রদান করা হবে। তিনি ১৯৭৯ সালে রায়গঞ্জে এই খেতাব জিতেছিলেন। এছাড়াও, অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত মান্তু ঘোষ, পৌলোমী ঘটক, মৌমা দাস, শুভজিৎ সাহা, সৌম্যজিৎ ঘোষ, সৌম্যদীপ রায় এবং অলিম্পিয়ান অঙ্কিতা দাস-সহ একাধিক প্যাডলারকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

প্রতিযোগিতায় ছেলে ও মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১১, ১৩, ১৫, ১৭ এবং পুরুষ ও মহিলাদের ব্যক্তিগত বিভাগের পাশাপাশি প্রতিটি বয়সের বিভাগে দলগত প্রতিযোগিতা থাকবে। মেয়র গৌতম দেব, বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার সভাপতি স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করবেন।

সোনা জয়ী মায়া

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: সম্প্রতি সিকিমের গ্যাংটকে ৩৫তম জাতীয় স্ট্রেংথ লিফটিংয়ে পশ্চিমবঙ্গের হয়ে অংশ নিয়েছিলেন মায়া রায়। ৪৬ কেজি বিভাগে তিনি সোনা অর্জন করেছেন। মায়ার সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তাঁর কোচ ভবেশ রায় ।

সেরা টাউন ও বিজয়

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির উদ্যোগে এবং আলিপুরদুয়ার টাউন ক্লাব ও বলাই মেমোরিয়াল ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে অনূর্ধ্ব ১২ কিডস কাপ আয়োজিত হয়। ওই ম্যাচে ফালাকাটা টাউন ক্লাব ২ উইকেটে প্লেয়ার্স একাদশকে হারায়। অন্যদিকে, বিএমসি মাঠে বিজয় স্পোর্টস ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৩ উইকেটে সুকান্ত স্পোর্টস ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়ে জয় পায়।

জেমস স্পোর্টিংয়ের জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন

বাগডোগরা: সম্প্রতি রাজীব গান্ধি গ্রামীণ ফুটবলে বাগডোগরা জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়ন ৪-২ গোলে খড়িবাড়ির জিওয়াইএসডি-কে পরাজিত করেছে।

আপার বাগডোগরা পাইওনিয়ার মাঠে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে জেমসের হয়ে গোল করেন সুশীল মল্লিক, এলা দাস, মানিক মুর্মু ও সঞ্জয় কর্মকার। জিওয়াইএসডি-র গোলস্কোরার ছিলেন সুশান্ত মুর্মু ও মাইকেল হাঁসদা।

শুরু উত্তরবঙ্গ গোল্ড কাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব ময়দানে ৮ নভেম্বর শনিবার শুরু হয়েছে উত্তরবঙ্গ গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মোট ৮টি দল অংশ নিয়েছে। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচেই রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের সাক্ষী থাকল উত্তরবঙ্গ। হলদিবাড়ি টাউন ক্লাবকে ২-০ গোলে পরাজিত করে কাঞ্চনজঙ্ঘা ফুটবল ক্লাব দার্জিলিং। দার্জিলিংয়ের এই ক্লাবটির হয়ে জয়সূচক গোলটি করে 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' হয়েছেন উদয় বর্মন। ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এই ফুটবল প্রতিযোগিতা।

টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইন্ডিয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএফএ) সহ সভাপতি সৌরভ পাল, ইন্ডিয়া স্পোর্টস গ্রুপের সভাপতি শক্তিব্রত দাশগুপ্ত, জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়, জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির সহ সভাপতি সৌমিক মজুমদার এবং জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির সম্পাদক অতীন্দ্র বিকাশ রায় উপস্থিত ছিলেন। এই মঞ্চ থেকে প্রত্যেকে উত্তরবঙ্গের ফুটবল প্রতিভার বিকাশে আশার কথা শোনান। আইএফএ-র সহ সভাপতি সৌরভবাবু বলেন, এই খেলার মাধ্যমে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের খুঁজে বের করে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে নতুন সুযোগ তৈরি করাই তাঁদের লক্ষ্য। জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকতবাবু উল্লেখ করেন, উত্তরবঙ্গের এত বড় মাপের ফুটবল টুর্নামেন্ট জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত হওয়ায় স্থানীয় খেলোয়াড়রা আরও বেশি উৎসাহিত হবে এবং এখন থেকেই প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা আরও বড় জায়গায় যাওয়ার সুযোগ পাবে। একই মত প্রকাশ করে জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির সহ-সভাপতি। সৌমিকবাবু জানান, এই খেলার সুবাদে প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা কলকাতায় গিয়ে নিজেদের একটি জায়গা তৈরি করে নিতে পারবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও খেলা দেখতে টাউন ক্লাব মাঠে অসংখ্য মানুষের ভিড় জমান, যা স্থানীয় ফুটবলপ্রেমীদের উৎসাহের ছবি তুলে ধরে।

রাঙ্গাপানির মণিপাল হসপিটালে পালিত হল জাতীয় ক্যান্সার সচেতনতা দিবস

শিলিগুড়ি: রাঙ্গাপানির মণিপাল হসপিটালে জাতীয় ক্যান্সার সচেতনতা দিবস পালিত হল। রোগ প্রতিরোধের উপায়, প্রাথমিক সনাক্তকরণ এবং আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা হয়। হাসপাতালের অনকোলজি বিশেষজ্ঞরা মতামত বিনিময় করেন। ভুল ধারণা দূর করা, ভয় কমানোর চেষ্টা করেন। তারা সময়মত চিকিৎসা পরীক্ষার জন্য রোগীদের উৎসাহিত করেন। ভারতে ক্যান্সার এখন একটি গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা। সচেতনতার অভাবেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্যান্সার নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। মণিপাল হসপিটাল থেকে জানানো হয়, জনসাধারণকে ক্যান্সারের প্রাথমিক লক্ষণ চিনতে হবে, ঝুঁকির কারণ জানতে হবে এবং সময়মত চিকিৎসা পরামর্শ নিতে হবে।

সচেতনতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে, হাসপাতালের সার্জিক্যাল অনকোলজির পরামর্শদাতা ডাঃ অনির্বাণ নাগ বলেন, "প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে ক্যান্সারের চিকিৎসা সফলভাবে করা সম্ভব। কিন্তু ভয় বা ভুল তথ্যের কারণে মানুষ প্রায়শই সতর্কতামূলক লক্ষণগুলিকে উপেক্ষা করে। আমরা চাই সবাই জানুক সাধারণ বার্ষিক স্ক্রিনিং কতটা জরুরি।"

রাঙ্গাপানির মণিপাল হাসপাতাল, রেডিয়েশন অনকোলজির পরামর্শদাতা ডাঃ সৌরভ গুহ চিকিৎসার অগ্রগতির উপর জোর দেন। তিনি বলেন, "আজকের ক্যান্সারের চিকিৎসা আগের চেয়ে অনেক বেশি নির্ভুল। আধুনিক রেডিয়েশন থেরাপি অনেক উন্নত।" অনুষ্ঠানে ৯০ বছর বয়সী ক্যান্সার জয়ী মিসেস মতি তামাং নিজের গল্প বলেন এবং সকলকে আশা দিয়ে অনুপ্রাণিত করেন।

গ্রাহক ঋণ বিতরণে রেকর্ড বাজাজের

শিলিগুড়ি: ভারতের বৃহত্তম বেসরকারি নন-ব্যাঙ্ক ঋণদাতা এবং বাজাজ ফিনসার্ভের অংশ বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড জানিয়েছে যে উৎসবের মরশুমে গ্রাহক ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তারা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় রেকর্ড সংখ্যক ঋণ বিতরণ করেছে। এটি পরিমাণের দিক থেকে ২৭% এবং মূল্যের দিক থেকে ২৯% বেশি।

গ্রাহক ঋণের বৃদ্ধি সরকারের জিএসটি সংস্কার এবং ব্যক্তিগত আয়কর পরিবর্তনের ইতিবাচক ফলাফল। বাজাজ ফাইন্যান্স ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ২৬ অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রায় ৬৩ লক্ষ ঋণ বিতরণ করেছে। এই সময়ের মধ্যে, কোম্পানি ২৩ লক্ষ নতুন গ্রাহক অর্জন করেছে, যার মধ্যে ৫২% নতুন ঋণ নিয়েছেন। বাজাজ ফাইন্যান্সের চেয়ারম্যান সঞ্জীব বাজাজ বলেন, "সরকারের পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কার এবং ব্যক্তিগত আয়কর পরিবর্তন ভারতের ভোগ-নেতৃত্বাধীন প্রবৃদ্ধির গল্পকে নতুন আকার দেয়।

দৈনন্দিন পণ্যকে সাশ্রয়ী করে তোলায় মধ্য এবং নিম্ন আয়ের পরিবারগুলি উৎসবের সময় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ব্যয় করেছে। পাশাপাশি গ্রাহকরা উন্নত জীবনযাত্রার জন্য উচ্চমানের পণ্যের দিকে ঝুঁকছেন, এতে 'প্রিমিয়ামাইজেশনের' প্রবণতাও দেখা যাচ্ছে।"

২০২৬-এ ভারতে লঞ্চ হবে বিএসএ থান্ডারবোল্ট

কলকাতা: BSA EICMA তাদের সেগমেন্টে চতুর্থ বাইক হিসেবে নিয়ে আসতে চলেছে নতুন অ্যাডভেঞ্চার বিএসএ থান্ডারবোল্ট। এটি অত্যাধুনিক রাইডার প্রযুক্তির সঙ্গে অত্যাশ্চর্য ডিজাইন প্রদান করবে। বিএসএ-এর ১৯৭২ সালের ঐতিহ্যকে বজায় রেখে থান্ডারবোল্টটি অন-এন্ড-অফ-রোড ক্ষমতার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এতে রয়েছে ট্র্যাকশন নিয়ন্ত্রণ। সঙ্গে রয়েছে তিনটি এবিএস মোড, ইউএসডি ফর্ক, একটি মনো রিয়ার শক এবং একটি স্লিপ-এন্ড-অ্যাসিস্ট ক্লাচ। এতে উচ্চ গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স, একটি রিইনফোর্সড ব্যাশ প্লেট এবং স্থায়িত্বের জন্য একটি এক্সোস্কেলটন রাখা হয়েছে।

এই বাইকটি ইউরো৫+-কমপ্লায়ান্ট ৩৩৪সিসি লিকুইড-কুলড সিঙ্গেল-সিলিন্ডার ইঞ্জিন এবং একটি ১৫.৫-লিটার ফুয়েল ট্যাঙ্ক দ্বারা চালিত। থান্ডারবোল্ট একটি অ্যাডজাস্টেবল উইন্ডশিল্ড, ব্লুটুথ, নেভিগেশন এবং ইউএসবি চার্জিং অফার করবে। এটি ২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় বাজারে লঞ্চ হবে। এই বাইক বিএসএ-র প্রিমিয়াম পারফরম্যান্স এবং ক্লাসিক ঐতিহ্যকে বজায় রাখবে।

নতুন প্রজন্মের ইলেকট্রিক হাইব্রিড ট্র্যাক্টর নিয়ে এগ্রিটেকনিকা ২০২৫-এ টাফে

কলকাতা: ট্র্যাক্টর তৈরির অন্যতম সংস্থা টাফে – ট্র্যাক্টরস অ্যান্ড ফার্ম ইকুইপমেন্ট লিমিটেড, এগ্রিটেকনিকা ২০২৫-এ তাদের যুগান্তকারী টাফে ইভিএক্স৭৫ ইলেকট্রিক হাইব্রিড ট্র্যাক্টর লঞ্চ করেছে। তাদের লক্ষ্য টেকসই এবং স্মার্ট কৃষির ভিত্তি তৈরি করা।

ইভিএক্স৭৫-এ একটি ৭৫ হর্সপাওয়ারের হাইব্রিড পাওয়ারট্রেন রয়েছে, সঙ্গে রয়েছে ৪০০ভি ইলেকট্রিক ব্যাটারি সিস্টেম। এটি ডুয়াল-মোড অপারেশন প্রদান করে, যা নির্গমন ও পরিচালন ব্যয় কমায় এবং উচ্চ-চাহিদার কৃষি কাজের জন্য উচ্চ কর্মক্ষমতা প্রদানের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষা করে।

অনুষ্ঠানে টাফে ইভি২৮ ইলেকট্রিক ট্র্যাক্টরটি "ট্র্যাক্টর অফ দ্য ইয়ার ২০২৬" বিভাগে ফাইনালে ওঠে। সংস্থাটি ইউরোপীয় বাজারের জন্য একাধিক নতুন মডেল নিয়ে এসেছে, যার মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী টাফে ১০১৫ (১০৩এইচপি), টাফে ৭৫১৫ জিই (৭৪ এইচপি) এবং টাফে ৬০৬৫ ইত্যাদি।

চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মল্লিকা শ্রীনিবাসন, নির্ভুল কৃষি প্রযুক্তি স্বয়ংক্রিয়তা (automation) এবং বিদ্যুতায়নে টাফের গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগের কথা তুলে ধরেন। তাদের লক্ষ্য সারা বিশ্বকে আবাদি করে তোলা (কাল্টিভেটিং দ্য ওয়ার্ল্ড)।

আধার হাউজিং ফাইন্যান্সের শক্তিশালী আর্থিক ফল ঘোষণা

কলকাতা: আধার হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া দ্বিতীয় কোয়ার্টার এবং প্রথমার্ধের জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী আর্থিক ফলাফল প্রকাশ করেছে। সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের চাহিদা স্থিতিশীল থাকায় কোম্পানিটি তাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আত্মবিশ্বাসী। এবার ব্যবস্থাপনার অধীনে সম্পদ (এইউএম) ২১% বৃদ্ধি পেয়ে ২৭,৫৫৪ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। কর-পরবর্তী মুনাফা (পিএটি) ১৮% বৃদ্ধি পেয়ে ৫০৪ কোটি টাকা হয়েছে। মোট ঋণ অ্যাকাউন্টের সংখ্যা আপাতত ৩,১৫,০০০ ছাড়িয়েছে। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে পিএটি ১৭% বৃদ্ধি পেয়ে ২৬৬ কোটি টাকা হয়েছে।

আধার হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের এমডি ও সিইও মিঃ ঋষি আনন্দ বলেন, "আমরা অর্থবর্ষ ২৬-এর প্রথমার্ধটি একটি শক্তিশালী ফলের সঙ্গে শেষ করেছি, যা সুস্থ পরিচালন কর্মক্ষমতা এবং সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের স্থিতিশীল চাহিদা দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। আমাদের এইউএম এবং পিএটি সেই বৃদ্ধিকে দর্শায়।"

তিনি আরও জানান যে, সম্প্রতি 'জিএসটি ২.০' কাঠামোর অধীনে জিএসটি এখন অনেকটাই যুক্তিসঙ্গত হয়েছে। সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন বাস্তুতন্ত্র সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়। এই পদক্ষেপটি আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা এবং নিম্ন আয়ের বিভাগের চাহিদাকে ত্বরান্বিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। আধার হাউজিং ফাইন্যান্স সারা দেশে ৬১০টিরও বেশি শাখা এবং ৩ লক্ষেরও বেশি গ্রাহক বেসের মাধ্যমে নিম্ন আয়ের পরিবারকে বাড়ির মালিকানা দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

এআইআইএ অ্যাওয়ার্ডস-এ ভূষিত হলেন প্রথম ভারতীয় নারী জসলিন কোহলি

কলকাতা: ভারতের নতুন যুগের একটি অন্যতম বীমা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান গো ডিজিট জেনারেল ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড (ডিজিট ইন্স্যুরেন্স), সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত ২৯তম এশিয়া ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রি অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫ (এআইআইএ)-এ দুটি পুরস্কার অর্জন করেছেন। প্রথমটি ছিল কোম্পানির জন্য "ডিজিটাল ইন্স্যুরার অফ দ্য ইয়ার"-এর খেতাব এবং দ্বিতীয়টি ছিল কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও জসলিন কোহলিকে "ওম্যান লিডার অফ দ্য ইয়ার" -এর সম্মান, যিনি ডিজিট ইন্স্যুরেন্সকে জাতীয় স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত করে সবচেয়ে কম বয়সী ভারতীয় বীমা সংস্থাগুলির মধ্যে একটিতে রূপান্তরিত করেন। প্রথমবারের মতন তিনিই ভারতীয় মহিলা হিসেবে এই সম্মানটি অর্জন করেছেন।

তিনি জানান, "এআইআইএ ২০২৫-এ এই দ্বিগুণ স্বীকৃতি সরলতার প্রতি আমাদের গভীর প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে এবং আমাদের উদ্ভাবনী সংস্কৃতির বৈধতাকে প্রতিনিধিত্ব করে। তাই, আমরা শিল্পের নিয়মগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে এবং আমাদের গ্রাহক এবং অংশীদারদের স্বচ্ছতা এবং ব্যতিক্রমী পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রযুক্তির দক্ষতাকে কাজে লাগানোর প্রয়াস করছি।"

এই বছরের অনুষ্ঠানে ডিজিট ইন্স্যুরেন্সই এমন একটি কোম্পানি ছিল যারা বেসরকারি ভারতীয় বীমা কোম্পানি হিসেবে এআইআইএ পুরস্কারটি জিতেছে, যা সামগ্রিকভাবে তাদের সপ্তম জয়। তারা ২০২৪, ২০২০ এবং ২০১৯ সালে জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি অফ দ্য ইয়ার নির্বাচিত এবং পাঁচ বছরের মধ্যে তৃতীয়বার (২০২৫, ২০২৩, ২০২১) ডিজিটাল ইন্স্যুরার অফ দ্য ইয়ার -এ ভূষিত হয়।

প্রিমিয়াম ভ্রমণের দিকে ভারতীয়দের ঝোঁক বাড়ছে, জানাল মেক মাই ট্রিপের 'ট্রাভেল কা মুহুরত'

কলকাতা: ২৯ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত মেকমাইট্রিপের 'ট্রাভেল কা মুহুরত' ক্যাম্পেইনের পর জানানো হয়েছে ভারতীয়রা এখন প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতা চাইছেন। বিভিন্ন গন্তব্য খুঁজে বের করা এবং আগাম বুকিং-এর পরিমাণ বাড়ছে। একই সঙ্গে ডিল ও অফারের মাধ্যমে মূল্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছেন।

বছরের শেষে ফ্লাইটের জন্য প্রাথমিক বুকিং নিম্ন বেস থেকে দ্বিগুণ হয়েছে, যা হোটেলের ক্ষেত্রেও একই বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। প্রিমিয়ামাইজেশন এখন ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবছর প্রতি তৃতীয় বুকিং ছিল ফোর বা ফাইভ স্টার হোটেলের। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ৬৪.৫% বুকিং হয়েছে ফোর ও ফাইভ স্টার হোটেলের।ডোমেস্টিক হোটেল বুকিং-এর ৯৬% ক্রেতা ডিসকাউন্ট কুপন ব্যবহার করেছেন।

ভারতজুড়ে এবং আন্তর্জাতিকভাবে ১১৫টি দেশের ৩৬২টি বিমানবন্দরে ফ্লাইট বুকিং হয়েছে। ভ্রমণকারীরা ১০৯টি দেশের ৮৩৪টি আন্তর্জাতিক শহর এবং ভারতের ১,৪৪১টি শহরের ৪০,০৩৮টি হোটেল বুক করেছেন।

জনপ্রিয় গন্তব্যের মধ্যে ছিল গোয়া, জয়পুর, উদয়পুর এবং লোনাভলা। আন্তর্জাতিকভাবে দুবাই, পাটায়া, ব্যাংকক এবং সিঙ্গাপুরে সবচেয়ে বেশি বুকিং হয়। সন্ধ্যা ৬:০০টা থেকে রাত ৯:০০টা পর্যন্ত 'লাইটনিং ড্রপস' অফারগুলিও ছিল বেশ আকর্ষণীয়।

রিটেইল স্টোর পরিচালনায় সাহায্য করবে কোক বাডি

কলকাতা: কোকা-কোলা ইন্ডিয়ার কোক বাডি - এআই সক্ষম অ্যাপ্লিকেশন ভারতের স্থানীয় খুচরো দোকানগুলিকে সাহায্য করছে। এই স্মার্ট, এআই -চালিত ডিজিটাল অ্যাপ দোকানের কাজ দ্রুত এবং সহজ করে তুলেছে। কোক বাডি এখন ভারতের দ্রুততম ক্রমবর্ধমান এফএমসিজি ই-বিটুবি প্ল্যাটফর্ম। ১০ লক্ষেরও বেশি খুচরো বিক্রেতা এখন নিয়মিত এই অ্যাপটি ব্যবহার করেন। পরিষ্কার অফার এবং সহজ ডিজাইনের কারণে তারা প্রতি মাসে বারবার অর্ডার দেন।

স্টোর মালিক আদিত্য অরোরা তার ভালো অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন যে অ্যাপটি তার ব্যবসায় স্বচ্ছতা এনেছে। তিনি যেকোনও সময় অর্ডার দিতে এবং সহজে ডিল দেখতে পারেন। অন্য একজন মালিক, প্রদীপ, বিশেষ করে 'সাজেস্টেড অর্ডার' ফিচারটি পছন্দ করেন বলে জানিয়েছেন। এই টুলটি এআই ব্যবহার করে বিক্রেতার পূর্ববর্তী অর্ডার দেখে পণ্য সুপারিশ করে। এটি প্রদীপকে সহজেই দোকান পরিচালনা করতে সাহায্য করে।

দোকানগুলির বৃদ্ধিতে কোক বাডির অবদান রয়েছে। এটি দোকানদারদের দিন-রাত ২৪ ঘন্টা অর্ডার করতে, ডেলিভারি ট্র্যাক করতে এবং রিয়েল-টাইম ভ্যালু দেখতে দেয়। এআই-চালিত সুপারিশ স্টক শেষ হওয়া এড়াতে এবং অপচয় কমাতে সাহায্য করে। ভাইস প্রেসিডেন্ট, অম্বুজ দেও সিং বলেছেন যে অ্যাপটি খুচরো বিক্রেতাদের সহজ, সর্বদা-সক্রিয় অ্যাক্সেস (always-on access) দেয়। অ্যাপটিতে ভয়েস সার্চ ফাংশনের মতো ব্যবহারিক টুলস রয়েছে। কোক বাডি সমস্ত খুচরো বিক্রেতাদের অর্ডারের প্রক্রিয়াতে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং স্বচ্ছতা অফার করে।

সিরিজ এ রাউন্ডে ₹১২৫ কোটির তহবিল সংগ্রহ প্লুরো ফার্টিলিটি এবং আইভিএফ-এর

কলকাতা: স্বাস্থ্যসেবা প্ল্যাটফর্ম প্লুরো ফার্টিলিটি এবং আইভিএফ, বেসেমার ভেঞ্চার পার্টনারদের নেতৃত্বে সিরিজ এ রাউন্ডে ₹১২৫ কোটির তহবিল সংগ্রহ করেছে যার ভ্যালুয়েশন প্রায় ₹১,০০০ কোটি। এই রাউন্ডে অংশ নিয়েছিলেন বিক্রম চাটওয়াল (মেডি অ্যাসিস্ট), ধর্মিল শেঠ এবং হার্দিক ঢেড়িয়া (ফার্ম ইজি/ অল হোম) প্রমুখ। ২০২৫ সালে ডঃ জয়দীপ ট্যাঙ্ক, ডঃ পরীক্ষিত ট্যাঙ্ক এবং ডঃ ভাস্কর শাহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্লুরো ভারতের শীর্ষস্থানীয় স্বাধীন আইভিএফ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করে। প্লুরোর লক্ষ্য ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে ২৫টি ফার্টিলিটি ক্লিনিক (উর্বরতা কেন্দ্র) স্থাপন করা এবং তিন বছরের মধ্যে শতাধিক ক্লিনিক বানানো। এই তহবিল নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে, প্রযুক্তিতে বিনিয়োগের জন্য এবং ক্লিনিকাল ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে ব্যবহার করা হবে। ডঃ জয়দীপ ট্যাঙ্ক বলেছেন যে প্লুরো বিশেষজ্ঞরা রোগীর যত্নের ওপর মনোযোগ দেয়। পিতামাতা হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করতে সাহায্য করে।" অঙ্কুরান প্লুরো ফার্টিলিটির ডাঃ দিব্যেন্দু ব্যানার্জি আরও বলেন, "বন্ধ্যাত্ব কোনও অভিশাপ নয়; বিজ্ঞান ও চিকিৎসার মাধ্যমে অনেক সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।"

রুপো লেনদেনে আইনি নিরাপত্তা

কলকাতা: সম্প্রতি রুপোর দাম ঊর্ধ্বমুখী হলেও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারতীয় নাগরিকদের রুপো বা সোনা রাখার উপর সরাসরি কোনো আইনগত সীমা নেই। তবে ক্রয় বৈধ আয় থেকে করতে হবে এবং প্রতিটি লেনদেনের রসিদ বা ব্যাঙ্ক রেকর্ড রাখা আবশ্যক।

২০ বছরে ১০০ কেজি রুপো জমা হলেও তা আইনত অপরাধ নয়। তবে যদি আয়ের উৎস প্রকাশ না করা হয়, আয়কর বিভাগ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারে এবং কর-জরিমানা আরোপ করা যেতে পারে। রুপো বিক্রির সময় অর্জিত লাভ করযোগ্য; ১২ মাসের আগে বিক্রি করলে স্বল্পমেয়াদী, পরে বিক্রি করলে দীর্ঘমেয়াদী মূলধন কর ধার্য হয়।

যদি কর কর্মকর্তারা দেখেন যে রুপোর মূল্য ঘোষিত আয়ের চেয়ে বেশি, তারা এর উৎস সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারেন। এমন পরিস্থিতিতে আয়কর আইনের ধারা ৬৯ ধারা প্রযোজ্য হতে পারে, যার ফলে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে এবং করসহ জরিমানা আরোপিত হতে পারে। সুতরাং, প্রতিটি ক্রয়ের প্রমাণ সংরক্ষণ করাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায়।

মাইবিজ ও সুইগির অংশীদারিত্ব

কলকাতা: মেকমাইট্রিপ-এর কর্পোরেট বুকিং প্ল্যাটফর্ম মাইবিজ এবং ভারতের শীর্ষস্থানীয় ফেসিলিটি প্ল্যাটফর্ম সুইগি একটি নতুন অংশীদারিত্বের কথা ঘোষণা করেছে। তাদের অংশীদারিত্বের লক্ষ্য হল সারা দেশের লক্ষ লক্ষ অফিস যাত্রীদের জন্য খাবারের খরচ কমানো এবং পরিচালনা সহজ করা। মাইবিজ বর্তমানে বিমান টিকিট, হোটেল এবং বীমা পরিচালনার মাধ্যমে ৭৫,০০০-এর বেশি সংস্থাকে পরিষেবা দেয়। সুইগির সঙ্গে এই নতুন চুক্তি সেই খাবারের খরচ সামলাবে, যা কর্পোরেট ভ্রমণ খরচের প্রায় ১১%-এরও বেশি।

এই অংশীদারিত্বের ফলে, অফিস যাত্রীরা এখন 'সুইগিফরওয়ার্ক' ব্যবহার করে খাবার অর্ডার করতে পারবেন এবং সরাসরি মাইবিজ কর্পোরেট ওয়ালেট থেকে বিল মেটাতে পারবেন। তারা ৭২০টিরও বেশি শহরে ২.৬ লক্ষ রেস্তোরাঁ থেকে খাবার ডেলিভারি নিতে পারবেন বা ৪০,০০০-এর বেশি সুইগি ডাইনআউট পার্টনার রেস্তোরাঁয় বসে খেতে পারবেন।

এই অংশীদারিত্বের প্রধান সুবিধা হল 'বিল টু কোম্পানি' ফিচার। এই সমাধান টাকা দেওয়া এবং কাগজের রসিদ জমা দেওয়ার মতো ঝামেলা দূর করে একটি সহজ এবং সুসজ্জিত ব্যবস্থা তৈরি করেছে। যেখানে সব লেনদেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোম্পানির খরচ খাতায় রেকর্ড হয়ে যাবে। ফলে অর্থ বিভাগ সঙ্গে সঙ্গে সব দেখতে পারবে এবং সচ্ছতা ও সুবিধা উভয় বজায় থাকবে। কর্মীদের কেবল একবার তাদের কর্পোরেট আইডি দিয়ে এই অনুমোদন নিতে হবে।

সুইগি ফুড মার্কেটপ্লেসের সিইও রোহিত কাপুর জানান, "কাজের জন্য বাইরে গেলে সবচেয়ে কঠিন কাজ মিটিং নয় বরং খাবার জোগাড় করা এবং পরে তা গুছিয়ে, ফাইল বানিয়ে অফিসে জমা করা। মাইবিজ-এর সঙ্গে এই অংশীদারিত্ব সেই ঝামেলা এবার দূর হবে। প্রত্যেকেই এখন তাদের কাজের দিকে মনোযোগ দিতে পারবেন, আর সুইগি তাদের খাবারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।"

এবার প্রোলাইট ওআরএস হল আসলি ওআরএস

কলকাতা: সিপলা হেলথ লিমিটেডের প্রোলাইটওআরএস ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা ও মান নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সাম্প্রতিক নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছে। যা খাদ্য ও পানীয় পণ্যের নাম, লেবেলে এবং ট্রেডমার্ক থেকে ওআরএস শব্দ অপসারণের নির্দেশ দিয়েছে। কেবল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) দ্বারা নির্ধারিত ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশনের প্যাকেটের গায়েই লেখা যাবে ওআরএস।

সিপলা হেলথ জানিয়েছে প্রোলাইটওআরএস বিজ্ঞান দ্বারা সমর্থিত, হু দ্বারা অনুমোদিত, এবং কার্যকর থেরাপিউটিক রিহাইড্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় ইলেক্ট্রোলাইট, গ্লুকোজ এবং সোডিয়ামের সুনির্দিষ্ট ভারসাম্য প্রদান করে। তাদের লেবেলিং স্বচ্ছ এবং সতত। সিপলা হেলথ গর্বের সঙ্গে তাই #AsliORS হিসেবে নিজেদের পুনর্ব্যক্ত করেছে।

সিপলা হেলথ লিমিটেডের এমডি এবং সিইও মিঃ শিবম পুরি জানিয়েছেন, #AsliORS কেবল প্রতিশ্রুতি দেয় না, বরং প্রতিটি গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেয় স্বচ্ছতা, গুণমান এবং সুনির্দিষ্ট কার্যকারিতা। এই রায়ের ভিত্তিতে সিপলা হেলথ সকলকে স্পষ্ট লেবেলিং এবং বিশ্বাসযোগ্য সার্টিফিকেশন দেখে তবেই ওআরএস কেনার আহ্বান জানায়।

নতুন আঞ্চলিক বাণিজ্য কেন্দ্রে সাফল্য ফ্লিপকার্টের

শিলিগুড়ি: ভারতের অন্যতম প্রধান স্বদেশী ই-কমার্স মার্কেটপ্লেস ফ্লিপকার্ট দেশের ডিজিটাল বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক বিশাল পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছে। সুরাট, ভিওয়ান্ডি, জয়পুর এবং কর্ণালের মতো ছোট ও মাঝারি মাপের শহরগুলিতে (টিয়ার-২ এবং টিয়ার-৩) নতুন আঞ্চলিক বাণিজ্য কেন্দ্র তৈরি করে ফ্লিপকার্ট দ্রুত ই-কমার্সের সীমানা প্রসারিত করছে।

আসন্ন উৎসবের মরশুমে এই উচ্চ-বৃদ্ধির ক্লাস্টার থেকে নতুন পণ্যের যোগান প্রায় ১.৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে ভারতের আঞ্চলিক ব্যবসায়ীরা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে তাদের ব্যবসাকে বৃহত্তর স্তরে নিয়ে যেতে প্রস্তুত। টিয়ার-২ শহরগুলির মধ্যে, ভুবনেশ্বর, ভিওয়ান্ডি এবং দুর্গাপুর উৎসবের মরশুমে সর্বাধিক প্রবৃদ্ধি দেখেছে। মিরাট এবং লখনউ এখন পরবর্তী মূল বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে উঠছে। কনৌজ এবং শান্তিপুর ইতিমধ্যেই সফল কেন্দ্রের উদাহরণ তৈরি করছে। উৎসবের দিনে সর্বাধিক চাহিদা ছিল অটোমোবাইল সরঞ্জাম, টিভি, স্পোর্টস জুতা, মেকআপ, সুগন্ধির।

ফ্লিপকার্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং মার্কেটপ্লেসের প্রধান সাকায়েত চৌধুরী বলেন, "ভারতের নতুন বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি বিক্রেতা ড্যাশবোর্ড এবং এআই-চালিত এনএক্সটি ইনসাইটস প্ল্যাটফর্মের মতো প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। এতে মূল্য নির্ধারণ এবং চাহিদার বিষয়ে তথ্য চলে যাচ্ছে বিক্রেতাদের কাছে। এতে তারা সহজেই স্মার্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন। ফ্লিপকার্ট এই রূপান্তরকে সক্ষম করতে এবং ই-কমার্সকে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই বৃদ্ধির প্ল্যাটফর্মে পরিণত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

ইউলিপ-এর জন্য নতুন ইনডেক্স ফান্ড চালু করল আইসিআইসিআই প্রু লাইফ

শিলিগুড়ি: আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স তাদের ইউনিট লিঙ্কড ইন্স্যুরেন্স প্ল্যান (ULIPs)-এর জন্য আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লাইফ বিএসই ৫০০ এনহ্যান্সড ভ্যালু ৫০ ইন্ডেক্স ফান্ড চালু করেছে।

এই নতুন ফান্ডটি গ্রাহকদের বিএসই ৫০০ এনহ্যান্সড ভ্যালু ৫০ ইন্ডেক্সের মাধ্যমে ভারতের বৃদ্ধির গল্পে অংশগ্রহণের সুযোগ দেবে। ফান্ডটি মূলত ভ্যালু প্যারামিটার (আয়, বুক ভ্যালু এবং দামের তুলনায় বিক্রয়) এর ভিত্তিতে নির্বাচিত ৫০টি মৌলিকভাবে শক্তিশালী, কিন্তু বর্তমানে অবমূল্যায়িত কোম্পানির উপর নজর দেবে।

মুখ্য বিনিয়োগ কর্মকর্তা মিস্টার মনীশ কুমার বলেছেন যে এটি ইউলিপ গ্রাহকদের দীর্ঘমেয়াদী মূল্য-ভিত্তিক বিনিয়োগের জন্য সহজ এবং স্বচ্ছ উপায় সরবরাহ করবে। আইসিআইসিআই প্রু সিগনেচার অ্যাসিওর-এর মতো জনপ্রিয় ইউলিপ-এর সঙ্গে উপলব্ধ এই ইনডেক্স ফান্ডটি গ্রাহকদের অবসর পরিকল্পনা এবং শিশুশিক্ষার মতো দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করার পাশাপাশি লাইফ কভারেজ এবং কর সাশ্রয়ের সুবিধা প্রদান করবে।

২৫ কোটির বীমা জালিয়াতি ফাঁস করল বাজাজ, দায়ের হল এফআইআর

কলকাতা: ভারতের অন্যতম প্রধান বেসরকারি সাধারণ বীমা সংস্থা বাজাজ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড (পূর্বে বাজাজ অ্যালিয়াঞ্জ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড) একটি চাঞ্চল্যকর মোটর দুর্ঘটনায় বীমা জালিয়াতির কেস উদঘাটন করেছে। জালিয়াতি চক্রটি ভুজ, মোটর অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেমস ট্রাইব্যুনালে (MACT) একটিসাজানো কেসেক্ষতিপূরণের দাবিপেশ করে প্রায়২৫ কোটি টাকাআত্মসাতের চেষ্টা করেছিল।

সানন্দ থানায় একটি মিথ্যা এফআইআর দায়েরের মাধ্যমে এই মামলার সূত্রপাত হয়। সেখানে দাবি করা হয় যে মহিন্দ্রা জাইলো গাড়িটি কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে উল্টে যায়, যার ফলে সহ-চালকের মৃত্যু হয়। এরপর মৃত ব্যক্তির আইনি উত্তরাধিকারীরা ২৫ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণের জন্য এমএসিটি-তে দাবি জানান।

কোম্পানি নিজস্ব তদন্তে এফআইআর এবং অন্যান্য কাগজপত্র সন্দেহজনক মনেকরায় দ্রুত গুজরাট হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। হাইকোর্ট এটিকে সন্দেহজনক বলে উল্লেখ করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য সিআইডি ক্রাইম ব্রাঞ্চের অধীনে একটিবিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন করে।

এসআইটি তদন্তে নিশ্চিত হয় যে গাড়িটি আসলে সহ-চালক একাই চালাচ্ছিলেন এবং দুর্ঘটনাটি সাজানো ছিল। তথাকথিত চালক মিথ্যা এফআইআর দায়ের, ভুয়ো সাক্ষ্য প্রদান এবং মিথ্যা প্রমাণ জমা দিয়েছিলেন। বীমাকৃত গাড়ির মালিকও ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করেন। নিশ্চিত প্রমাণ হাতে নিয়ে, বাজাজ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স জালিয়াতি ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত চালক ও গাড়ির মালিক উভয়ের বিরুদ্ধে সানন্দ থানায় এফআইআর দায়ের করেছে।বীমা জালিয়াতির বিরুদ্ধে সংস্থার জিরো-টলারেন্স নীতি বজায় থাকবে বলে জানিয়েছে বাজাজ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স।

সম্পূর্ণ নতুন XSR155 -এর সাথে ভারতীয় বাজারে যুগান্তর ঘটাচ্ছে ইয়ামাহা

কলকাতা: ইন্ডিয়া ইয়ামাহা মোটর (আইওয়াইএম) প্রাইভেট লিমিটেড, ভারতে তাদের বিশ্ব প্রশংসিত সম্পূর্ণ নতুন XSR155 চালু করার সাথে সাথে তাদের প্রথম ইভি AEROX-E এবং EC-06 উন্মোচন করেছে। মোটরসাইকেলগুলি টেকসই গতিশীলতার জন্য কোম্পানির দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ। একইসাথে, তারা তরুণ এবং গতিশীল রাইডারদের জন্য নতুন FZ-RAVE মডেলটিও ভারতীয় বাজারে উন্মোচন করেছে।

এই নতুন Yamaha XSR155 প্রিমিয়াম মোটরসাইকেল বাজারে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির নিদর্শন, যা আধুনিক প্রযুক্তির সাথে ক্লাসিক ডিজাইনের মিশ্রণ ঘটিয়ে কোম্পানির রেট্রো স্পোর্টের ধারণাকে তুলে ধরেছে। এটি বিশেষ করে সেসব আধুনিক রাইডারদের জন্য তৈরী হয়েছে, যারা স্টাইল এবং পারফরম্যান্স উভয়কেই গুরুত্ব দেয়। মোটরসাইকেলটি একাধিক রঙ এবং আনুষঙ্গিক প্যাকেজের সাথে বর্তমানে ১,৪৯,৯৯০/- মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে।

এদিকে, কোম্পানির AEROX-E হল একটি পারফরম্যান্স-কেন্দ্রিক বৈদ্যুতিক যান (EV) যা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সন্ধানকারী রাইডারদের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে। বিপরীতে, EC-06-তে একটি আধুনিক নকশা রয়েছে যার লক্ষ্য গ্রাহকদের দৈনন্দিন ব্যবহারে স্মার্ট গতিশীলতার সাথে আরামকে গুরুত্ব দেওয়া।

ইয়াহামা, তাদের FZ পোর্টফোলিওকে আরও উন্নত করতে নতুন FZ-Rave চালু করেছে। এটি ভারতের তরুণ রাইডারদের জন্য তৈরি, FZ-Rave কর্মক্ষমতা, দক্ষতা এবং ব্যবহারিকতার সমন্বয় ঘটায়, যা বর্তমানে ১,১৭,২১৮/- মূল্যে উপলব্ধ।

লঞ্চগুলির বিষয়ে মন্তব্য করে, ইয়ামাহা মোটর ইন্ডিয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান মিঃ ইতারু ওটানি বলেন, "ইয়ামাহার বৈশ্বিক উন্নয়নের কেন্দ্রে অবস্থিত ভারত, যা এমন একটি বাজার যেখানে প্রিমিয়াম এবং বৈদ্যুতিক উভয় গতিশীলতা বিভাগেই অপরিসীম সম্ভাবনা রয়েছে।"

হোম অ্যাপ্লায়েন্সের বিভিন্ন কভারেজ চালু করল স্যামসাং কেয়ার+

কলকাতা: ভারতে ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ডের শীর্ষস্থানীয় কোম্পানি স্যামসাং আজ তাদের স্যামসাং কেয়ার প্লাসের পরিষেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যগুলি তুলে ধরেছে। এই সম্প্রসারণের ফলে এখন আরও বেশি হোম অ্যাপ্লায়েন্স কভারেজের আওতায় আসবে।

রেফ্রিজারেটর, ওয়াশিং মেশিন, এয়ার কন্ডিশনার, মাইক্রোওয়েভ ওভেন এবং স্মার্ট টিভির জন্য ১ থেকে ৪ বছরের বর্ধিত ওয়ারেন্টি প্ল্যান পাওয়া যাচ্ছে। এই প্ল্যানগুলির মূল্য প্রতিদিন মাত্র ২ টাকা থেকে শুরু হচ্ছে।

আপগ্রেড হওয়া স্যামসাং কেয়ার+ পরিষেবায় সফটওয়্যার আপডেট এবং স্ক্রিনের ত্রুটির (অন্যান্য ক্ষতি ছাড়া) জন্য ইন্ডাস্ট্রি-ফার্স্ট কভারেজ তৈরি করা হয়েছে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে স্যামসাং কেয়ার+ সবচেয়ে ব্যাপক অ্যাপ্লায়েন্স সুরক্ষা প্রোগ্রাম চালু করেছে। এটি হার্ডওয়্যার, ডিসপ্লে এবং সফটওয়্যার পারফরম্যান্সের জন্য একাধিক পরিষেবা নিয়ে এসেছে।

স্যামসাং ইন্ডিয়ার ডিজিটাল অ্যাপ্লায়েন্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট, গুফরান আলম বলেন, "আমরা গ্রাহকদের অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করতে এবং সফটওয়্যার আপডেট ও স্ক্রিন ড্যামেজের মতো বিষয়ে কভারেজ ও অন্যান্য সুবিধা দিয়ে হোম অ্যাপ্লায়েন্সের মালিকানাকে উন্নত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

এই প্রোগ্রামটি ১৩,০০০-এর বেশি স্যামসাং-প্রত্যয়িত প্রকৌশলী এবং ২৫০০টিরও বেশি পরিষেবা কেন্দ্র দ্বারা সমর্থিত। এখানে ১০০% আসল স্যামসাং যন্ত্রাংশ ব্যবহার করে দ্রুত এবং উচ্চ-মানের পরিষেবা নিশ্চিত করা হয়। এছাড়াও, এই পরিষেবা ৯টি ভাষায় বহু-ভাষিক সহায়তা এবং অ্যাপের মাধ্যমে পরিষেবা ট্র্যাকিংয়ের সুবিধা প্রদান করে।

সানোফি কনজিউমার হেলথকেয়ার ইন্ডিয়া লিমিটেডের তৃতীয় ত্রৈমাসিকের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ

কলকাতা: সানোফি কনজিউমার হেলথকেয়ার ইন্ডিয়া লিমিটেড ২০২৫ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এই ত্রৈমাসিকে তাদের আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ₹২৩৩৯ মিলিয়ন, যা গত বছর এই সময়ের তুলনায় ৪৬ শতাংশ বেশি। কর-পরবর্তী নিট মুনাফা হয়েছে ₹৬২৯ মিলিয়ন- যা ৪০ শতাংশ বেশি। দেশের ভিতরে বিক্রি ২০ শতাংশ এবং রফতানি ১০ গুণেরও বেশি বেড়েছে। গত নয় মাসের নিরিখে মোট আয়ের পরিমাণ ১৩ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ₹৬২৭৪ মিলিয়ন। কর বাদে, নিট মুনাফা বেড়েছে ২৭ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ বিক্রয় ১% বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু রফতানি বেড়েছে৯৬%। সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিমাংশু বক্সি বলেন,"এই ত্রৈমাসিকের ফলাফল আমাদের বহুমুখী পোর্টফোলিওর শক্তি এবং ধারাবাহিক বৃদ্ধির প্রতিফলন। দেশীয় বাজারে ভালো পারফরম্যান্সের পাশাপাশি রফতানি ক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধি সংস্থার উন্নতিতে বড় ভূমিকা নিয়েছে। আমরা যে সব পণ্য বাজার থেকে তুলে নিয়েছিলাম, সেগুলি এক বছরের মধ্যে ফের বাজারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা চাই, যেন আমাদের গ্রাহকরা আরও সরল, সহজলভ্য এবং আরও কার্যকর ভাবে নিজের শরীরের যত্ন নিজেরাই নিতে পারেন।"

সানোফি কনজিউমার হেলথকেয়ার ইন্ডিয়া লিমিটেড ২০২৪ সালের ১ জুন সানোফি ইন্ডিয়া লিমিটেড থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সংস্থাটি অ্যালার্জি, পরিপাক স্বাস্থ্য, ব্যথা নিয়ন্ত্রণ ও মাল্টিভিটামিনের ক্ষেত্রে Allegra®, DePURA®, Avil®এবংCombiflam®-এর মতো ব্র্যান্ডের ওষুধ তৈরি করে।

হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড গড়ে তুলতে মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

দুর্গাপুর: বিশ্বের ৫ম বৃহত্তম গহনা খুচরা বিক্রেতা এবং ভারতে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে অন্যতম কোম্পানি মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস, ভারত এবং জাম্বিয়াতে সফলভাবে বাস্তবায়নের পর ইথিওপিয়াতেও তাদের হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড উদ্যোগ চালু করার ঘোষণা করেছে। বর্তমানে, এটি আফ্রিকায় এই উদ্যোগটি পরবর্তী ধাপে প্রবেশ করেছে।

ভারতের করুণার নীতিতে প্রোথিত, হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড মডেলটি দেখিয়েছে যে কীভাবে ভারতীয় উদ্যোগ স্থানীয় সাফল্য থেকে বিশ্বব্যাপী প্রভাব তৈরি করতে পারে। মালাবার তার নিট লাভের 5% বিনিয়োগ করে - ভারতে বাধ্যতামূলক সিএসআর বরাদ্দের দ্বিগুণেরও বেশি - কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতাকে পুনঃনির্ধারণ করে এবং বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা ও শিক্ষাগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে। দুবাই গোল্ড সউকের মালাবার ইন্টারন্যাশনাল হাবে অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানে এই ঘোষণাটি করেন, যেখানে মালাবার গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল সালাম কে.পি, ইথিওপিয়ার কনসাল জেনারেল আসমেলাশ বেকেলেকে ইচ্ছাপত্র প্রদান করেন।

এই প্রোগ্রামটি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ১১৯টি স্থানে প্রতিদিন ১,১৫,০০০ এরও বেশি মানুষকে খাবার সরবরাহ করছে। এমনকি, কোম্পানিটি আগামী দুই বছরে ইথিওপিয়ান সরকারের সহযোগিতায় ৮৬৪,০০০ মার্কিন ডলারেরও বেশি বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছে, যাতে ২০২৬ সালের মধ্যে ১০,০০০ শিশুকে প্রতিদিনের খাবার সরবরাহ করা যায়। মালাবার গ্রুপের চেয়ারম্যান জনাব এম.পি. আহমেদ জানায়, "আমাদের সবচেয়ে অর্থবহ ESG উদ্যোগটি হল এই হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড, যা ব্যবসার বাইরেও সম্প্রদায়ের কল্যাণের প্রতি মালাবার গ্রুপের দায়িত্বকে প্রতিফলিত করে।"

ইনফোসিস সায়েন্স ফাউন্ডেশন ২০২৫ পুরস্কার বিজয়ীদের নাম জানাল ইনফোসিস

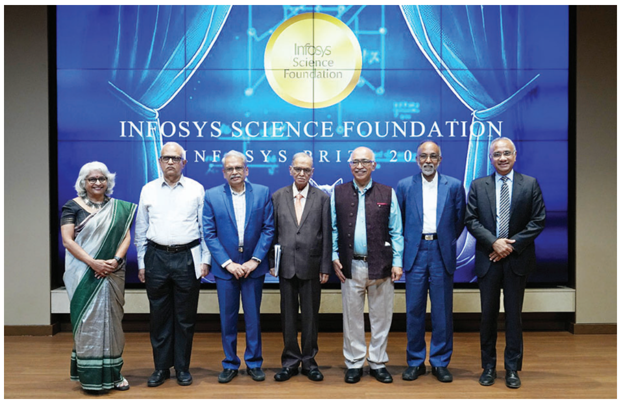

কলকাতা: ইনফোসিস সায়েন্স ফাউন্ডেশন, অর্থনীতি, প্রকৌশল ও কম্পিউটার বিজ্ঞান, মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান, জীবন বিজ্ঞান, গাণিতিক বিজ্ঞান এবং ভৌত বিজ্ঞান - এই ছয়টি বিভাগেজয়ী ইনফোসিস পুরস্কার ২০২৫-এর বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেছে। এটি হল ভারতের সবচেয়ে বড় পুরস্কার যা বিজ্ঞান ও গবেষণায় শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দেয়।

২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই পুরস্কারটি ভারতে গবেষণা ও বৃত্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ, প্রতিটি বিভাগের জন্য একটি স্বর্ণপদক, প্রশংসাপত্র এবং ১০০,০০০ মার্কিন ডলার (অথবা ভারতীয় মুদ্রায় সমতুল্য) পুরস্কার প্রদান করে।

এই বছর, প্রভাবশালী গবেষণা এবং বৃত্তির স্বীকৃতিস্বরূপ, সম্মানিত পণ্ডিত এবং বিশেষজ্ঞদের একটি আন্তর্জাতিক জুরি ইনফোসিস পুরস্কার ২০২৫ বিজয়ীদের নির্বাচিত করেন। ২০২৪ সাল থেকে পুরস্কারটি ৪০ বছরের কম বয়সী গবেষকদের সম্মানিত করা শুরু করেছে, যা আগামীদিনের পণ্ডিত এবং উদ্ভাবকদের অনুপ্রাণিত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

আইএসএফ-এর ট্রাস্টিরা এই ইনফোসিস পুরস্কার ২০২৫-এর বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেন, যাদের মধ্যে ছিলেন - মিঃ কে. দীনেশ (সভাপতি, ট্রাস্টি বোর্ড), মিঃ নারায়ণ মূর্তি, মিঃ শ্রীনাথ বাটনি, মিঃ ক্রিস গোপালকৃষ্ণন, ডঃ প্রতিমা মূর্তি এবং মিঃ এস. ডি. শিবুলাল।

অর্থনীতিতে জয়ী হন অর্থনীতির অধ্যাপক নিখিল আগরওয়াল, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানে জয়ী হন অধ্যাপক সুশান্ত সচদেব, মানবিকতা ও সামাজিক বিজ্ঞানে পুরস্কার জেতেন অধ্যাপক অ্যান্ড্রু ওলেট, জীবন বিজ্ঞানে জয়ী হন অধ্যাপক অঞ্জনা বদ্রীনারায়ণন, গণিত বিজ্ঞানে সব্যসাচী মুখার্জি জয়ী হন এবং ভৌত বিজ্ঞানে জেতেন অধ্যাপক কার্তিশ মন্থিরাম।

ইনফোসিস সায়েন্স ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি কে. দীনেশ বলেন, "এই পুরস্কারটি এই বিশ্বাসকে মূর্ত করে যে গবেষণা এবং বিজ্ঞান মানব অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য, যা উদ্ভাবন এবং আন্তঃবিষয়ক বোধগম্যতা বৃদ্ধির জন্য ফাউন্ডেশনের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।"

চালু হচ্ছে বাজাজ ফিনসার্ভ-এর নতুন ব্যাংকিং এবং আর্থিক পরিষেবা তহবিল

শিলিগুড়ি: ভারতের আর্থিক উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে বাজাজ ফিনসার্ভ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড, তাদের নতুন ব্যাংকিং এবং আর্থিক পরিষেবা তহবিল চালু করেছে, এটি একটি ওপেন-এন্ডেড ইক্যুইটি স্কিম যা ব্যাংকিং এবং আর্থিক পরিষেবা খাতে বিনিয়োগ করে। নতুন তহবিল অফার (NFO) ১০ নভেম্বর থেকে ২৪ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত সাবস্ক্রিপশনের জন্য উপলব্ধ থাকবে এবং এটি NIFTY আর্থিক পরিষেবা TRI-এর বিপরীতে মানদণ্ডযুক্ত।

ভারতের ব্যাংকিং ও আর্থিক পরিষেবা (BFSI) খাত ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে, এখন ঐতিহ্যবাহী ব্যাংকিং খাতের বাইরেও বিভিন্ন সত্তাকে অন্তর্ভুক্ত করছে, যেমন NBFC, বীমা প্রদানকারী, AMC এবং ফিনটেক। এমনকি, গত দুই দশকে ডিজিটাইজেশন, বৃহত্তর ঋণ অ্যাক্সেস, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং নিয়ন্ত্রক সংস্কারের কারণে এর বাজার মূলধনও প্রায় ৫০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাজাজ ফিনসার্ভ মিউচুয়াল ফান্ডের মেগাট্রেন্ডস কৌশলের উপর নির্মিত, এই তহবিলটি প্রায় ১৮০-২০০টি স্টকের মধ্যে ৪৫-৬০টি স্টকের একটি বৈচিত্র্যময় পোর্টফোলিওতে বিনিয়োগ করে। পাশাপাশি এটি ব্যাংক, এনবিএফসি, বীমা প্রদানকারী, এএমসি এবং অন্যান্য পুঁজিবাজার অংশগ্রহণকারীদের দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত প্রবণতাগুলিকে লক্ষ্য করেভারতের ক্রমবর্ধমান আর্থিক বাস্তুতন্ত্রকে কাজে লাগাতে চায়।

এই স্কিমটি BFSI খাতে মনোযোগী বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে, যা UPI গ্রহণ, ডিজিটাল ঋণ, জন ধন উদ্যোগ এবং NBFC, মিউচুয়াল ফান্ড এবং বীমার ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের মতো মেগাট্রেন্ড দ্বারা সমর্থিত।

কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক গণেশ মোহন বলেন, "ভারত যখন বিকসিত ভারতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং বিশ্বব্যাপী শীর্ষ ৩ অর্থনীতিতে পরিণত হচ্ছে, তখন আর্থিক পরিষেবা খাত এই প্রবৃদ্ধিকে সক্ষম করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।"

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস : রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় যোগ করুন একমুঠো ক্যালিফোর্নিয়া বাদাম

প্রতি বছর ১৪ নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস পালিত হয়, যার উদ্দেশ্য হলো ডায়াবেটিস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সবার জন্য সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্ব তুলে ধরা। এ বছরের থিম "কর্মক্ষেত্রে ডায়াবেটিস", যা নিয়োগকর্তা ও কর্মীদের মধ্যে ডায়াবেটিস সম্পর্কে বোঝাপড়া বৃদ্ধি করতে এবং কর্মক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলতে উৎসাহিত করছে।

রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সুষম খাদ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে দিন শুরু করলে তা শরীরের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। বাদাম দিয়ে দিন শুরু করা, যা প্রোটিন, অসম্পৃক্ত চর্বি এবং খাদ্যতালিকাগত ফাইবার সহ ১৫টি প্রয়োজনীয় পুষ্টিতে সমৃদ্ধ, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে।

আজকের দ্রুতগতির জীবনে, অনেকের খাদ্যাভ্যাসে প্রক্রিয়াজাত খাবার, পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট ও চিনি সমৃদ্ধ উপাদানের ব্যবহার বেড়ে গেছে, যা ডায়াবেটিস সমস্যার ক্রমবর্ধমান প্রবণতার অন্যতম কারণ। "বিশ্বের ডায়াবেটিস রাজধানী" হিসেবে পরিচিত ভারত আজ এক বড় স্বাস্থ্যচ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। ভারতীয় চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (ICMR)-এর সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা অনুযায়ী, দেশে প্রায় ১০১ মিলিয়ন মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, এবং আরও প্রায় ১৩৬ মিলিয়ন মানুষ প্রিডায়াবেটিক অবস্থায় রয়েছেন।

গবেষণায় দেখা গেছে যে বাদাম সুস্থ রক্তে শর্করার মাত্রা বজায় রাখতে, টাইপ 2 ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ উন্নত করতে এবং কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার পরে রক্তে শর্করার প্রভাব কমাতে সাহায্য করে। তাছাড়া, বাদামের প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য টাইপ 2 ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী।

নয়াদিল্লির ফোর্টিস সি-ডক সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ফর ডায়াবেটিস, মেটাবলিক ডিজিজেস অ্যান্ড এন্ডোক্রিনোলজির চেয়ারম্যান এবং অধ্যাপক ডঃ অনুপ মিশ্রের নেতৃত্বে সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে যে খাবারের আগে বাদাম খাওয়া এশিয়ান ভারতীয়দের মধ্যে রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে যাদের ডায়াবেটিস পূর্ববর্তী এবং স্থূলতা রয়েছে। পুষ্টিকর এবং ব্যবহারিকভাবে বহুমুখী, এই বাদাম গুলি সহজেই প্রতিদিনের খাবার এবং জলখাবারে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, যা সামগ্রিক বিপাকীয় স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সহায়তা করে।

পুষ্টি ও সুস্থতা বিশেষজ্ঞ শীলা কৃষ্ণস্বামী বলেন, "ভারতে ডায়াবেটিস সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া নন-কমিউনিকেবল রোগগুলির মধ্যে একটি, যা মূলত অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও স্থবির জীবনযাপনের ফল। এই বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসে আমি সকলকে আহ্বান জানাই সচেতনভাবে খাদ্য বেছে নিতে। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় বাদাম, শাকসবজি, অঙ্কুরিত শস্য ও তাজা ফলের মতো পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হতে পারে। বাদামে প্রোটিন, অসম্পৃক্ত চর্বি এবং খাদ্যআঁশ প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং এর গ্লাইসেমিক সূচক নিম্ন, অর্থাৎ এটি রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ বৃদ্ধি করে না। এমনকি দিনের শুরুতে এক মুঠো বাদাম খাওয়াও শক্তি বাড়াতে, তৃপ্তি বজায় রাখতে এবং প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের উপর নির্ভরতা কমাতে সাহায্য করে।"

রীতিকা সমাদ্দার, রিজিওনাল হেড – ডায়েটেটিক্স, ম্যাক্স হেলথকেয়ার, দিল্লি, বলেন, "জীবনযাপন ও খাদ্যাভ্যাস ডায়াবেটিসের প্রধান কারণগুলির মধ্যে অন্যতম। ডাল, ক্যালিফোর্নিয়া বাদামের মতো বাদাম, সবুজ শাকসবজি এবং সম্পূর্ণ শস্যে সমৃদ্ধ সুষম খাদ্য রক্তে শর্করার হঠাৎ বৃদ্ধিকে প্রতিরোধে সহায়ক হতে পারে। বিশেষত বাদামে রয়েছে নানাবিধ পুষ্টিগুণ—এটি প্রোটিনের উৎকৃষ্ট উৎস এবং খাদ্যআঁশে সমৃদ্ধ। বাদাম নিয়মিত সেবন রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে, টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ উন্নত করতে পারে, এবং কার্বোহাইড্রেটসমৃদ্ধ খাদ্যের রক্তে শর্করার প্রভাব হ্রাস করে, যা ফাস্টিং ইনসুলিনের মাত্রাকেও প্রভাবিত করে। আমি প্রায়ই পরামর্শ দিই দিনের শুরুটা এক মুঠো বাদাম দিয়ে করতে—যা সারা দিনের জন্য একটি সুস্থ অভ্যাসের সুর তৈরি করে।"

বলিউড অভিনেত্রী সোহা আলি খান বলেন, "সুস্থ শরীর ও মনের সূচনা হয় সুষম খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে। আমি আমার খাদ্য নির্বাচন সম্পর্কে সবসময় সচেতন এবং ক্যালিফোর্নিয়া বাদামের মতো পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার নিয়মিত আহারে অন্তর্ভুক্ত করি। উচ্চ চিনি ও উচ্চ কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাবার থেকে আমি দূরে থাকি, কারণ সেগুলি রক্তে শর্করার হঠাৎ বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। অন্যদিকে, বাদাম আমাকে সারাদিন সতেজ ও ভারসাম্যপূর্ণ থাকতে সহায়তা করে।"

আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ মধুমিতা কৃষ্ণন ডায়াবেটিস ডে উপলক্ষে বলেন, "আয়ুর্বেদের মতে, ধ্যান ও পুষ্টিকর খাদ্যের মাধ্যমে দিনের সূচনা শরীর ও মন – উভয়কেই প্রস্তুত করে। বাদামকে তার পুষ্টিগুণের জন্য বিশেষভাবে মূল্যায়ন করা হয়। এটি হজমক্রিয়া উন্নত করে, দোষগুলির ভারসাম্য রক্ষা করে এবং দেহকে ভিতর থেকে পুনরুজ্জীবিত করে। প্রতিদিনের খাদ্যাভ্যাসে সচেতনভাবে বাদাম অন্তর্ভুক্ত করা সামগ্রিক সুস্থতার সহায়ক।"

দৈনন্দিন আহারে ক্যালিফোর্নিয়া বাদামের মতো পুষ্টিগুণে ভরপুর খাবার অন্তর্ভুক্ত করা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ ও সার্বিক সুস্থতার জন্য এক সহজ কিন্তু ফলপ্রসূ উদ্যোগ। এই বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসে, সচেতন খাদ্যাভ্যাস ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনধারার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আমরা এক ভারসাম্যপূর্ণ ও সুস্থ ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাই।

হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে কিটোন পান

টাইপ ২ ডায়াবেটিস, যা বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান সংখ্যক মানুষকে প্রভাবিত করছে, তখন ঘটে যখন শরীরের রক্তে গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন ইনসুলিনের প্রতি সাড়া দেওয়া বন্ধ করে দেয়। যখন ইনসুলিন সঠিকভাবে কাজ করে না, তখন শক্তি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য কোষে নেওয়ার পরিবর্তে রক্তে গ্লুকোজ থাকে। যদি রক্তে গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ না করা হয়, তবে এটি জটিলতার কারণ হতে পারে, যার মধ্যে কার্ডিওভাসকুলার রোগ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

টাইপ ২ ডায়াবেটিসের চিকিৎসার লক্ষ্য হল রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা হ্রাস করা। একপ্রকার সোডিয়াম-গ্লুকোজ কোট্রান্সপোর্টার-২ ইনহিবিটারস (এসজিএলটি2আই)-হৃৎপিণ্ডকে রক্ষা করে বলে মনে হয়, সম্ভবত কেটোসিসকে প্ররোচিত করে। এটি এমন একটি অবস্থা যেখানে শরীর শক্তির উৎস হিসেবে কার্বোহাইড্রেটের পরিবর্তে চর্বি ব্যবহার করে। যকৃত চর্বি কিটোনে রূপান্তরিত করে, যা কোষগুলি শক্তি মুক্ত করতে বিপাক করে।

একটি পূর্ববর্তী গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, কিটোন পরিপূরকগুলি টাইপ ২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পোস্টপ্র্যান্ডিয়াল রক্তে গ্লুকোজের ঘনত্ব হ্রাস করে এবং চিকিৎসার অন্যান্য সম্ভাব্য সুবিধার বিষয়ে গবেষণার আহ্বান জানায়। কেটোসিস এসজিএলটি ২ আইএস-এর হৃৎপিণ্ডের সুবিধার জন্য দায়ী কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য, যুক্তরাজ্যের পোর্টসমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দল টাইপ ২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত একদল লোককে কেটোন মনোয়েস্টার (বহিরাগত কিটোন) দিয়েছিল এবং তারপরে তাদের হৃৎপিণ্ডের কার্যকারিতা পরিমাপ করেছিল।

চেং-হান চেন, এমডি, বোর্ড প্রত্যয়িত ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট এবং ক্যালিফোর্নিয়ার লাগুনা হিলসের মেমোরিয়াল কেয়ার স্যাডলব্যাক মেডিকেল সেন্টারের স্ট্রাকচারাল হার্ট প্রোগ্রামের মেডিকেল ডিরেক্টর মেডিকেল নিউজ টুডেকে বলেছেন যে, এই গবেষণাটি আরও গবেষণার ভিত্তি তৈরি করে। এটি একটি খুব ছোট গবেষণা ছিল (১৩ জন রোগীর সাথে) যা কিটোন মনোয়েস্টার পানীয়ের পরে হৃৎপিণ্ডের কার্যকারিতা এবং পেশী অক্সিজেনেশনে উল্লেখযোগ্য পার্থক্যের কথা জানিয়েছেন।

লক্ষণীয়, কার্ডিয়াক ফাংশন নির্ধারণের জন্য তাদের পরীক্ষার পদ্ধতিটি সাধারণত এই উদ্দেশ্যে ক্লিনিকাল সেটিংসে ব্যবহৃত হয় না। গবেষকরা ট্রায়ালে গড়ে ৬৬ বছর বয়সের ১৩ জনকে (ছয় পুরুষ এবং সাত মহিলা) তালিকাভুক্ত করেছেন। অংশগ্রহণকারীদের গড় বডি মাস ইনডেক্স ছিল ৩১.৩, কেবলমাত্র ৪ জনের স্বাস্থ্যকর পরিসরে বিএমআই রয়েছে (২৫ এরও কম) সকলেরই টাইপ ২ ডায়াবেটিস ছিল। তবে এর সাথে সম্পর্কিত অন্য কোনও উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্য সমস্যা ছিল না। সমস্ত অংশগ্রহণকারীরা রক্ত পরীক্ষা, বিশ্রাম ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম এবং অধ্যয়ন প্রক্রিয়ার সাথে পরিচিতির জন্য একটি স্ক্রিনিং সেশনে অংশ নিয়েছিলেন। দুটি পরীক্ষামূলক পরিদর্শনের প্রতিটিতে, গবেষকরা তাদের একটি কিটোন মনোয়েস্টার (০.৩ মিলি/কেজি) বা একটি অভিন্ন প্লেসবো পানীয় দিয়েছিলেন। প্রতিটি অংশগ্রহণকারী একবার কিটোন পানীয় এবং একবার প্লেসবো পান করেছিলেন, কিন্তু গবেষকরা বা অংশগ্রহণকারীরা কেউই জানতেন না যে প্রতিটি পরিদর্শনে কে কোন পানীয় গ্রহণ করেছিলেন। অংশগ্রহণকারীরা তারপর একটি ধাপ-বৃদ্ধিশীল সাইক্লিং পরীক্ষা করার আগে ৩০ মিনিটের জন্য বিশ্রাম নেন। গবেষকরা থোরাসিক ইম্পিডেন্স কার্ডিওগ্রাফি ট্রাস্টেড সোর্স ব্যবহার করে হৃৎপিণ্ডের কার্যকারিতা পরিমাপ করেন, যা হৃৎপিণ্ডের আউটপুট এবং স্ট্রোকের পরিমাণ মূল্যায়নের একটি অ-আক্রমণাত্মক পদ্ধতি। তারা ছোট ছোট শিরাগুলিতে রক্ত প্রবাহ এবং পেশী অক্সিজেনেশনও পরিমাপ করেছিলেন।

সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে, বিশ্রাম নেওয়ার সময় এবং মাঝারি ব্যায়াম করার সময়, প্লেসবো-র পরে কিটোন পান করার পরে হৃৎপিণ্ডের কার্যকারিতা ভালো ছিল। গবেষকরা দেখেছেন যে কিটোন চিকিৎসার পরে, কেবলমাত্র β-hydroxybutyrate (যা লিভার থেকে কোষে শক্তি বহন করে) বৃদ্ধি পায়নি, তবে কার্ডিয়াক আউটপুট এবং স্ট্রোকের ভলিউম উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। সিঙ্গাপুরের ফাংশনাল মেডিসিন ডাক্তার এবং নিউট্রান্যুরিশের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ মেনকা গুপ্ত ব্যাখ্যা করেছেন যে কেন এই চিকিৎসার এই প্রভাব থাকতে পারে, এম. এন. টি-কে বলেছেন, "বহিরাগত কিটোনগুলি হৃৎপিণ্ডের জন্য একটি অত্যন্ত কার্যকর জ্বালানির উৎস প্রদান করে। এগুলি গ্লুকোজ বিপাকের তুলনায় অক্সিজেনের প্রতি অণুতে বেশি এটিপি উৎপাদন করে এবং প্রতিক্রিয়াশীল অক্সিজেন প্রজাতির উৎপাদন হ্রাস করতে পারে, যার ফলে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এবং প্রদাহ হ্রাস পায়। অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এবং প্রদাহ হ্রাস করে, তারা কার্ডিয়াক টিস্যু রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে, যা বিপাকীয় চ্যালেঞ্জযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।"

অংশগ্রহণকারীদের কিটোনের কম ডোজ দেওয়ার পরেও এর প্রভাব দেখা গিয়েছে। পেরিসিউ ব্যাখ্যা করেছেন কেন তারা এই কম ডোজ ব্যবহার করেছেন - "যদিও সাধারণত উপযুক্ত মাত্রায় গ্রহণ করা হলে নিরাপদ বলে মনে করা হয়, কিটোন মনোয়েস্টারগুলি সম্ভাব্য পেটের সমস্যা, ইলেক্ট্রোলাইট ভারসাম্যহীনতা সহ ঝুঁকি তৈরি করতে পারে, বিশেষত কিডনি সমস্যাযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিস মেলিটাসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে (যেমন কেটোনিয়ামিয়া) যদি তাদের রক্তের কিটোন মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর ক্ষমতার কারণে প্রচুর পরিমাণে খাওয়া হয়।"

কবিতা নিয়ে বিশেষ আলোচনা সভায় শিলিগুড়ি কলেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: নব্বইয়ের দশকের দুই বাংলার কবিতা পাঠ, সাহিত্যচর্চা এবং সৃষ্টিশীল ভাবনার আদান-প্রদানকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি শিলিগুড়ি কলেজে এক বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের মূল বিষয় ছিল 'দুই বাংলার নব্বইয়ের দশকের কবিতা পাঠ ও পর্যবেক্ষণ।'

আলোচনা সভার প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের রাঙামাটি সরকারি ডিগ্রি কলেজের অধ্যাপক ও কবি ড. মাসুদুল হক। তিনি নব্বইয়ের দশকের কবিদের কাব্যধারা, ভাষার পরিবর্তন এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক নিয়ে বিশদ

আলোচনা করেন। শিলিগুড়ি কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান ড. সুজিত কুমার বিশ্বাস জানান, অনুষ্ঠানে দুই বাংলার নব্বইয়ের দশকের কবি, লেখক ও সাহিত্যিকদের সাহিত্যচর্চা, কাব্য ভাষার বিবর্তন এবং তাঁদের ভাবধারা নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ করা হয়। পাশাপাশি সমসাময়িক কবিতা ও বর্তমান সময়ের লেখকদের সৃষ্টিশীল ধারা নিয়েও মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

শিলিগুড়ি কলেজের বাংলা বিভাগের আয়োজনে আয়োজিত হয় এই আলোচনা সভা। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা দুই বাংলার সাহিত্য সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা ও মতবিনিময় করেন, যা ভবিষ্যতে ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্যচর্চার জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে বলে মনে করছেন কলেজ কর্তৃপক্ষ।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক সংকট

নিজস্ব প্রতিবেদন

হলদিবাড়ি: হলদিবাড়ি ব্লকের দেওয়ানগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের হুদুমডাঙ্গা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক না থাকায় প্রতিদিন বহু মানুষ চিকিৎসা না পেয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। স্থানীয়রা জানান, কেন্দ্রে চিকিৎসা দেওয়ার কথা থাকলেও অনিয়মিত চিকিৎসকের উপস্থিতি রোগীদের জন্য বড় সমস্যা সৃষ্টি করছে।

ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, চিকিৎসক সংকটের কারণে নিয়মিতভাবে কেন্দ্রে চিকিৎসক বসতে পারছেন না। এই সমস্যার কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে। রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র অধিকারীও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা উন্নতির বিষয়টি রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে তুলে ধরার আশ্বাস দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, সপ্তাহে ছয়দিন আউটডোর চিকিৎসা দেওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে কেন্দ্রে একজন চিকিৎসক মাত্র তিনদিন উপস্থিত থাকেন। বাকি দিনগুলোতে নার্স ও ফার্মাসিস্ট রোগীদের ওষুধ দিয়ে থাকেন। বর্তমানে কেন্দ্রে একজন ফার্মাসিস্ট, একজন নার্স, একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী, একজন অস্থায়ী নাইটগার্ড এবং একজন সাফাইকর্মী কর্মরত আছেন।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দেওয়ানগঞ্জ, পারমেখলিগঞ্জ ও হেমকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষরা এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কেন্দ্রে পরিকাঠামোর অবস্থা দুঃখজনক। ভবন পুরোনো ও জরাজীর্ণ, চারপাশের সীমানা প্রাচীর অসম্পূর্ণ, মূল গেট ভেঙে পড়েছে এবং রাতে আলো নেই। সাফাইয়ের অভাবে চারপাশ আগাছায় ভরে গিয়েছে, যা স্বাস্থ্যকেন্দ্র ব্যবহারে জটিলতা সৃষ্টি করছে।

স্থানীয় বাসিন্দা অমল রায় বলেন, "রাতে কেউ অসুস্থ হলে বা অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের সমস্যা দেখা দিলে মানুষকে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল বা মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে যেতে হয়। এতে সময় নষ্ট হয় এবং রোগীর কষ্টও বেড়ে যায়। প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপ প্রয়োজন।"

উত্তরবঙ্গে আলু বিপর্যয়, মালিক-কৃষক সবাই চিন্তায়

নিজস্ব প্রতিবেদন

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো: চলতি বছরের মার্চ-এপ্রিল মাসে ৯ থেকে ১০ টাকা কেজি দরে আলু কিনে হিমঘরে মজুত করা হয়েছিল। তখন কেউ ভাবেননি, সেই আলুই একদিন কৃষক ও ব্যবসায়ীদের জন্য বিপদ ডেকে আনবে। আজকের বাজারে সেই আলু বিক্রি হচ্ছে মাত্র ৭ থেকে ৭.৫০ টাকা কেজি দরে, তাও ওজনে ঘাটতি নিয়ে। এক গাড়ি আলু বিক্রি করতে গিয়ে লোকসান হচ্ছে ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত। ফলে কৃষকরা হিমঘর থেকে আলু তুলতেই চাইছেন না, আর হিমঘর মালিকরা সমস্যায় পড়েছেন।

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সব হিমঘর খালি করতে হবে। কিন্তু বর্তমানে প্রায় ৩৫ শতাংশের বেশি আলু হিমঘরে পড়ে আছে। ফলে প্রাপ্য ভাড়া আদায় না হওয়া ছাড়াও মেয়াদোত্তীর্ণ আলু ফেলার খরচ হিমঘর কর্তৃপক্ষকেই বহন করতে হবে।

রাজ্য হিমঘর মালিক সমিতির উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক মনোজ সাহা বলেন, "হিমঘর যাতে সময়মতো ভর্তি ও খালি হয়, সেটাই প্রত্যেক মালিকের আশা। না হলে বিদ্যুতের বিল, ঋণের কিস্তি ও অন্যান্য খরচ মেটাতে গিয়ে বড়সড় লোকসান হবে। সরকার যদি সময় না বাড়ায় বা বাজারদর না বাড়ে, আমাদের বিপদ আরও বাড়বে।"

উত্তরবঙ্গের আটটি জেলায় এই মরশুমে ৭০টিরও বেশি হিমঘরে 'সাদা জ্যোতি' ও 'লাল হল্যান্ড' প্রজাতির আলু মজুত রয়েছে। প্রায় তিন কোটি ৫০ কেজি প্যাকেটের মধ্যে এখনও ৩৫-৩৭ শতাংশ আলু হিমঘরে পড়ে আছে। ব্যবসায়ীদের মতে, সাধারণ নিয়মে প্রতি মাসে ১২-১৫ শতাংশ আলু বের করা হয়। ফলে এক মাসের মধ্যে সব আলু বের করা সম্ভব নয়।

এদিকে, নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকেই বিহার ও উত্তরপ্রদেশের নতুন মরশুমের আলু বাজারে ঢুকতে শুরু করবে। এর সঙ্গে ভুটান থেকেও কাঁচা আলু আসার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে পুরনো আলুর চাহিদা আরও কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

উত্তরবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বাবলু চৌধুরী বলেন, "প্রতিবারই উত্তরবঙ্গের আলু দক্ষিণবঙ্গ ও ভিন রাজ্যে না গেলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়। কৃষক ও ব্যবসায়ীদের পরিকল্পনা নয়, রাজ্যের প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট আলু বিপণন নীতি।"

সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোচনাও শুরু হয়েছে। সারা ভারত কৃষকসভার জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক প্রাণগোপাল ভাওয়াল অভিযোগ করেন, "রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গের আলুর জন্য নতুন বাজার তৈরি করছে না, প্রতিবেশী দেশে রপ্তানি সহায়তা দিচ্ছে না। ফলে কৃষকরা চরম ক্ষতির মুখে পড়ছেন।"

মন্ত্রীর তৎপরতায় শুরু শংসাপত্র ইস্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: দীর্ঘ প্রশাসনিক জটিলতা ও আধিকারিকের অভাবে প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল দিনহাটা মহকুমার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি শংসাপত্র ইস্যুর কাজ। ওবিসি রিভ্যালিডেশন সার্টিফিকেট, ডমিসাইল সার্টিফিকেটসহ নানা নথি না পাওয়ায় বিপাকে পড়েছিলেন অসংখ্য চাকরিপ্রার্থী ও ছাত্রছাত্রী।

অবশেষে মন্ত্রী উদয়ন গুহর সরাসরি হস্তক্ষেপে মিটল সেই জট। ১১ নভেম্বর মঙ্গলবার দুপুরে ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রী ও চাকরিপ্রার্থীরা সরাসরি মন্ত্রীর দ্বারস্থ হন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ কোচবিহার জেলা শাসক রাজু মিশ্রকে ফোনে নির্দেশ দেন দ্রুত সমস্যার সমাধান করতে।

সূত্রের খবর, দিনহাটা মহকুমায় শংসাপত্র ইস্যুর দায়িত্বে ছিলেন মহকুমা শাসক। কিন্তু পূর্বতন মহকুমা শাসক বিধু শেখর বদলি হয়ে যাওয়ার পর থেকে পদটি খালি ছিল। ফলে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সমস্ত শংসাপত্র ইস্যু কার্যত বন্ধ হয়ে যায়।

মন্ত্রী উদয়ন গুহর নির্দেশে জেলা শাসক দ্রুত পদক্ষেপ নেন এবং দিনহাটা ডিএমডিসি বিজয়গিরিকে অস্থায়ীভাবে শংসাপত্র ইস্যুর দায়িত্বে নিয়োগ করেন। প্রশাসনিক এই তৎপরতায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন দিনহাটার ছাত্রছাত্রী ও চাকরিপ্রার্থীরা।

এসআইআর কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদন

বালুরঘাট: এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে চলা নানা বিভ্রান্তি ও আতঙ্ক দূর করতে এক অনন্য পদক্ষেপ নিল বালুরঘাট কলেজ কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি কলেজে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ কর্মশালা— 'ওয়ার্কশপ অন এসআইআর'।

কলেজের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালায় পড়ুয়াদের হাতে-কলমে শেখানো হয় কিভাবে স্মার্টফোনের মাধ্যমে অনলাইনে এসআইআর ফর্ম পূরণ করা যায়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শুধু নিজেদের নয়, পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদেরও ফর্ম পূরণে সহায়তা করতে পারবে বলে জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি, তারা সমাজে

এসআইআর প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও সচেতনতা ছড়িয়ে দেবে।

নির্বাচন কমিশনের সহযোগিতায় আয়োজিত এই কর্মশালায় প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট সদর মহকুমাশাসক সুব্রত বর্মন। উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ পঙ্কজ কুন্ডু, কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অশিক্ষক কর্মীরা।

চুরি কাণ্ডে গ্রেপ্তার 'স্পাইডার ম্যান'

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: অবশেষে ধরা পড়ল চুরি কাণ্ডের মাস্টারমাইন্ড রাকেশ রাই। পশ্চিম সিকিমে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার সোনা, রূপো ও নগদ টাকা চুরির মামলায় ১১ নভেম্বর মঙ্গলবার সকালে শিলিগুড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করল গেজিং থানার পুলিশ। অভিযানে সহযোগিতা করে প্রধাননগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৯ অক্টোবর পশ্চিম সিকিমের গেজিং থানার অন্তর্গত এক বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। চোরেরা বাড়ির তালা ভেঙে প্রায় ১০ গ্রাম সোনা, ৫০০ গ্রাম রূপো ও ৬০ হাজার টাকা নগদ নিয়ে চম্পট দেয়। তদন্তে নেমে

গেজিং থানার পুলিশ এক সন্দেহভাজনকে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদের পরই উঠে আসে মূল অভিযুক্তের নাম — রাকেশ রাই ওরফে 'স্পাইডার ম্যান'।

রাকেশের বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক চুরির অভিযোগ রয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সে মুহূর্তের মধ্যে বহু তলা বাড়ির দেয়াল বেয়ে উঠে পড়তে পারত, তাই অপরাধ জগতে তার নাম হয় 'স্পাইডার ম্যান'। পুলিশের হাতে বহুবার ধরা পড়লেও কিছুদিন পরই ফের সক্রিয় হয়ে উঠত সে।

চুরির ঘটনার পর থেকেই সে আত্মগোপন করেছিল শিলিগুড়িতে। মোবাইল টাওয়ারের লোকেশন ট্র্যাক করে গেজিং থানার পুলিশ জানতে পারে রাকেশ মিলনমোড় এলাকায় লুকিয়ে আছে। এরপরই সিকিম পুলিশ প্রধাননগর থানার সঙ্গে যৌথ অভিযান চালিয়ে মঙ্গলবার সকালে তাকে গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তারের পর আইনি প্রক্রিয়া মেনে রাকেশকে সিকিমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ চুরি যাওয়া সোনা, রূপো ও নগদ টাকা উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে এবং ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিন পর কুখ্যাত এই চোরের গ্রেপ্তারে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে সিকিম পুলিশ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96